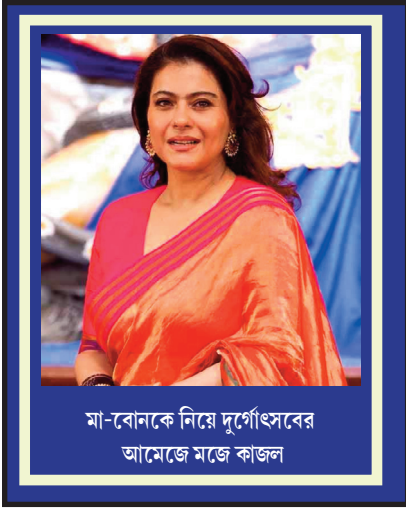
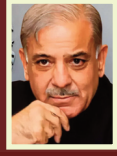
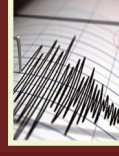


মা-বোনকে নিয়ে দুর্গোৎসবের
আমেজে মজে কাজল

বাংলা আজ যা ভাবে

নয়া জামানা

২৮ আশ্বিন ১৪৩৩। শুক্রবার ১৬ অক্টোবর ২০২৬ ১ ম বর্ষ ৬১২ সংখ্যা ১৮ পাতা

নিজেই ঋণজর্জর! সেই
পাকিস্তানই এবার
আইএমএফ-বিশ্বব্যাঙ্কের
বোর্ড চেয়ারম্যানবহুর ঘুরে ফের রাশিয়ার
কামচটকায় ভয়াল ভূমিকম্প,
৭ মাত্রার শক্তিশালী কম্পনে
ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির শঙ্কাসুপ্রিম কোর্টে তহবিল মামলা
মহুয়ার, 'উপভোক্তাদের
স্বার্থ নিয়ে চিন্তিত', বলল
শীর্ষ আদালত

ঘোষণা

দুর্গাপূজো উপলক্ষ্যে ১৭ অক্টোবর ২০২৬ থেকে ২১ অক্টোবর ২০২৬ পর্যন্ত নৈশ নয়া জামানা পত্রিকার সমস্ত বিভাগ ছুটি থাকবে। ফলে ১৭ অক্টোবর থেকে ২১ অক্টোবর পত্রিকার কোনও সংস্করণ প্রকাশিত হবে না। যথারীতি ২২ অক্টোবর থেকে নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হবে রাতের দৈনিক নয়া জামানা। শারদোৎসব আনন্দে কাটুক সকলের। শুভ কামনায়

-সম্পাদক।

পুজোয় তিনদিনই 'ড্রাই ডে',
জানালা হাওয়া অফিস

দুর্গাপুজোয় বাদ সাধবে কি বৃষ্টি? বাঙালির মনে গত কয়েকদিনে ঘুরপাক খেয়েছে শ্রেফ এই প্রশ্নই। কারণ, বৃষ্টি হলে ভেসে যাবে যাবতীয় প্ল্যান। কিন্তু যষ্ঠীর সকালে খানিকটা সুসংবাদ দিল হাওয়া অফিস। শনিবার অর্থাৎ প্রথম সপ্তমী পর্যন্ত আকাশের মুখভার থাকলেও অষ্টমী থেকে উধাও হবে বৃষ্টি। হাওয়া অফিস সূত্রে খবর, দেশ থেকে বর্ষা বিদায় নিয়েছে। দক্ষিণ ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে

শুরু হয়েছে রিটান মনসুন। উত্তরপূর্ব মৌসুমী বায়ুর প্রভাব রয়েছে। কোমোরিন এলাকা থেকে অক্ষরেখা ওড়িশা উপকূলের উত্তর-পশ্চিম বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত। এটি দক্ষিণ পশ্চিম ও পশ্চিম মধ্য বঙ্গোপসাগরের উপর দিয়ে বিস্তৃত। ফলে শুক্রবার ও শনিবার দক্ষিণ ২৪ পরগনা ও পূর্ব মেদিনীপুরে কয়েকটি জায়গায় হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। দক্ষিণবঙ্গের বাকি জেলাগুলিতে

এক-দুটি জায়গায় হালকা বৃষ্টি হতে পারে। তবে সপ্তমী থেকে একাদশী দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে শুষ্ক থাকবে আবহাওয়া। শুক্রবার ও শনিবার দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি ও কালিম্পংয়ের এক-দুটি জায়গায় হালকা বৃষ্টি হতে পারে। উত্তরবঙ্গের বাকি জেলাগুলোতে মূলত শুষ্ক আবহাওয়া থাকবে। রবিবার দার্জিলিং ও কালিম্পংয়ের এক-দুটি জায়গায় বিক্ষিপ্ত বৃষ্টি হতে পারে।

আর জি করে দুর্নীতি
মামলায় সুপ্রিম কোর্টে
জামিন সন্দীপ ঘোষের

নিজস্ব প্রতিবেদন : দু'বছর পর অবশেষে স্বস্তি। আর জি কর মেডিক্যাল কলেজে আর্থিক দুর্নীতি মামলায় সুপ্রিম কোর্টে জামিন পেলেন প্রাক্তন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষ। পুজোর সময়ই এই রায়ে স্বভাবতই বড় স্বস্তি মিলল তাঁর। সব ঠিক থাকলে পুজোর মধ্যেই জেলমুক্ত হতে পারবেন আর জি করের প্রাক্তন চিকিৎসক।



শুক্রবার সুপ্রিম কোর্টে বিচারপতি এমএম সুন্দরেশ এবং বিচারপতি প্রসন্ন বিহারালের ডিভিশন বেঞ্চ তাঁর জামিন মঞ্জুর করেছেন বলে জানা গিয়েছে। ২০২৪ সালের আগস্টে আর জি করে তরুণী গবেষকের ধর্ষণ-খুনোর পরপরই আর্থিক দুর্নীতি মামলায় গ্রেপ্তার হন সন্দীপ ঘোষ। সূত্রের খবর, এই মামলায় বিচারপ্রক্রিয়া ধীর গতিতে চলছে, এই যুক্তিতে শীর্ষ আদালত তাঁর জামিন মঞ্জুর করেছে। শুক্রবার সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি এমএম সুন্দরেশ এবং বিচারপতি প্রসন্ন বিহারালের ডিভিশন বেঞ্চের পর্যবেক্ষণ, দু'বছরেরও বেশি সময় জেলবন্দি সন্দীপ ঘোষ। অথচ তাঁর বিরুদ্ধে ১৪৭ জন সাক্ষীর মধ্যে এখনও পর্যন্ত মাত্র সাতজনের সাক্ষ্যগ্রহণ সম্পূর্ণ হয়েছে। বিচার প্রক্রিয়ার এই ধীর গতির কথা মাথায় রেখে সন্দীপ ঘোষের জামিন মঞ্জুর করা হচ্ছে। আর জি কর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের প্রাক্তন অধ্যক্ষ ডাঃ সন্দীপ ঘোষ ২ বছরেরও বেশি সময় ধরে জেলবন্দি। ২০২৪ সালের আগস্ট হাসপাতালের গবেষক ছাত্রীর ধর্ষণ ও খুনোর ঘটনার পরই সামনে আসে তৎকালীন প্রিন্সিপাল সন্দীপ ঘোষের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ। ধর্ষণ-খুনোর

ঘটনায় হাসপাতালের নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন ওঠার পর পিঠ বাঁচাতে সেসময় অধ্যক্ষ পদ থেকে ইস্তফা দেন সন্দীপ ঘোষ। কিন্তু তাতেও রেহাই মেলেনি। হাসপাতালের মধ্যে এমন নৃশংস ঘটনার প্রমাণ লোপাটের অভিযোগে সন্দীপ ঘোষ ও টালা থানার তৎকালীন ওসি অভিজিৎ মণ্ডলকে গ্রেপ্তার করেছিল সিবিআই। পরে সন্দীপবাবুর বিরুদ্ধে আর্থিক দুর্নীতির মামলা হয়। তাই হাই কোর্ট বিচারের স্বার্থে তাঁর জামিন মঞ্জুর করেনি। কলকাতা হাই কোর্টের রায়কে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে সুপ্রিম কোর্টে যান আর জি করের প্রাক্তন অধ্যক্ষ। শুক্রবার তাতেই স্বস্তি মিলল। বিচারপতি এমএম সুন্দরেশ এবং বিচারপতি প্রসন্ন বিহারালের ডিভিশন বেঞ্চের পর্যবেক্ষণ, দু'বছরেরও বেশি সময় জেলবন্দি সন্দীপ ঘোষ। অথচ তাঁর বিরুদ্ধে ১৪৭ জন সাক্ষীর মধ্যে এখনও পর্যন্ত মাত্র সাতজনের সাক্ষ্যগ্রহণ সম্পূর্ণ হয়েছে। বিচার প্রক্রিয়ার এই ধীর গতির কথা মাথায় রেখে সন্দীপ ঘোষের জামিন মঞ্জুর করা হচ্ছে। অর্থাৎ কলকাতা হাই কোর্ট যে জামিনের বিরোধিতা করেছিল, তা খারিজ করে যষ্ঠীতে সুপ্রিম কোর্ট তাঁকে স্বস্তি দিল।

শুভেন্দু সরকারের বিচারে পুজোয়
সেরার সেরা সন্তোষ মিত্র স্কোয়ার

নিজস্ব প্রতিবেদন : তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর, কলকাতা পুরসভা ও কলকাতা পুলিশের যৌথ আয়োজনে 'দেবী দুর্গা সন্মান ২০২৬'-এর তালিকায় ২৩ টি পুজোকে সম্মানিত করা হয়েছে রাজ্যে পালাবদলে পর প্রথম দুর্গাপুজো। এ বছর সরকারের তরফে সেরা দুর্গাপুজোগুলিকে বেছে নেওয়া হয়েছে। তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর, কলকাতা পুরসভা ও কলকাতা পুলিশের যৌথ আয়োজনে 'দেবী দুর্গা সন্মান ২০২৬'-এর তালিকায় ২৩ টি পুজোকে সম্মানিত করা হয়েছে। সেরা প্রতিমা, সেরা মণ্ডপ থেকে আলোকসজ্জা, পরিবেশবান্ধব ও সমাজ সচেতনতার নিরিখে শহরের প্রথম সারি পুজো কমিটিগুলি সম্মান পেয়েছে। এবার শুভেন্দু সরকারের



বিচারে 'সেরার সেরা' প্রথম স্থান অধিকার করেছে সন্তোষ মিত্র স্কোয়ার। সেরার সেরায় দ্বিতীয় ও তৃতীয় যথাক্রমে বৃন্দাবন গার্ডেন দুর্গোপুজো সমিতি এবং চোরবাগান সর্বজনীন দুর্গোৎসব সমিতি। 'সেরা প্রতিমা' বিভাগের প্রথম মুদিয়ালি ক্লাব। দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ স্থানে যথাক্রমে

টালা বারোয়ারি, বেহালা অরুণোদয় সমিতি, আহিরীটোলা সর্বজনীন। 'সেরা মণ্ডপ' শিরোপা পেয়েছে খিদিরপুর ২৫ পল্লি এবং দ্বিতীয় পুরস্কার পেয়েছে আমরা ক'জন কল্যাণ সমিতি। 'সেরা আলোকসজ্জা' বিভাগের প্রথমে সন্তোষপুর অ্যাভিনিউ সাউথ, দ্বিতীয় বকুলবাগান সর্বজনীন

দুর্গোৎসব, তৃতীয় শিবমন্দির সর্বজনীন দুর্গোৎসব। 'পরিবেশবান্ধব' পুজোর নিরিখে প্রথম পুরস্কার ছিনিয়ে নিয়েছে নলিন সরকার স্ট্রিট, পার্কস্ট্রিট অ্যালেন পার্কের পুজো পেয়েছে দ্বিতীয় পুরস্কার, তৃতীয় স্থানে রাজডাঙা নব উদয় সংঘ। 'সেরা সমাজ সচেতনতা' বিভাগে পুরস্কার দেওয়া হয়েছে কাশীবোস লেন (প্রথম), বালিগঞ্জ কালচারাল অ্যাসোসিয়েশন (দ্বিতীয়), চন্দ্রবেড়িয়া সর্বজনীন (তৃতীয়), অজ্জয় সংহতি (চতুর্থ)। এছাড়াও চারটি পুজোকমিটিকে 'বিশেষ পুরস্কার' দিয়ে সম্মানিত করা হয়েছে। এই তালিকায় রয়েছে বি.জি লাইন্স আবাসিক দুর্গাপুজা কমিটি, শ্যাম স্কোয়ার, ঠাকুরপুকুর এসবি পার্ক, সমাজসেবী সংঘ।

অজ্ঞাত স্থানে নিয়ে যাওয়া হয়েছে
দীপকে-কে', দাবি ককরোচ জনতা পার্টির

নিজস্ব প্রতিবেদন : ককরোচ জনতা পার্টির প্রতিষ্ঠাতা অভিজিৎ দীপকে-কে শুক্রবার বিকেলেই আটক করেছে দিল্লি পুলিশ। এবার সিজেরির তরফে দাবি করা হল দীপকে-কে নাকি অজ্ঞাত স্থানে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। এবং বিকেলের পর থেকে তাঁর সঙ্গে দলের কোনও যোগাযোগই নেই। পাশাপাশি আরও অভিযোগ, অভিজিৎ দীপকে-কে আইনজীবীদের সঙ্গে কথা বলতেও দেওয়া হচ্ছে না। তাদের প্রশ্ন, কেন তরুণদের সঙ্গে জঙ্গির মতো আচরণ করা হচ্ছে। এক্স হ্যান্ডলে একটি পোস্টে 'আরশোলা'র তরফে দাবি করা হয়েছে, সাংবিধানিক অধিকার ও সুরক্ষা পাওয়ার পূর্ণ অধিকার তাঁদের রয়েছে। সেই সঙ্গেই তাদের

তরফে লেখা হয়েছে, 'অভিজিৎ কেবল হাতে একটি তেরঙ্গা পতাকা নিয়ে বাড়ি থেকে বের হচ্ছিলেন!' তেরঙ্গা পতাকা হাতে নিয়ে হাটা কীভাবে অপরাধ হতে পারে? দিল্লি পুলিশের কাছে তাদের দাবি, অভিজিৎকে কোথায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে তা যেন জানিয়ে দেওয়া হয়। শুক্রবার সরকারি নিষেধাজ্ঞার মধ্যেই বিকেলে 'তেরঙ্গা ওড়াও' কর্মসূচির ডাক দিয়েছিল ককরোচ জনতা পার্টি। সিজেরি প্রতিষ্ঠাতা অভিজিৎ দীপকে আশঙ্কা করেছিলেন বিক্ষোভ আটকাতে তাঁকে আটক করা হতে পারে। এর মধ্যেই জানা গিয়েছিল, দীপকের বাড়িতে হানা দিয়েছে দিল্লি পুলিশ। প্রাথমিকভাবে 'তেরঙ্গা ওড়াও' কর্মসূচিতে তাঁকে যোগ দিতে বারণ করে নোটিস

ধরানো হয়। পরে দীপকেকে আটক করা হয়। আটক করা হয়েছে নেহা বোরাকেও। প্রসঙ্গত, দলের দুই নেতা আশুতোষ রাস্কা এবং সৌরভ দাসকে জেলবন্দি করার প্রতিবাদে 'তেরঙ্গা ওড়াও' কর্মসূচির ডাক দিয়েছে সিজেরি। সেই উপলক্ষে আবারও দিল্লিতে কড়া নিরাপত্তার ব্যবস্থা হয়েছে। এতদিন পর্যন্ত দিল্লিজুড়ে মোতায়েন ছিল ২৬ হাজার বাহিনী। শুক্রবার ককরোচ জনতা পার্টির কর্মসূচি উপলক্ষে আরও ৬ হাজার বাড়তি বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে। এহেন পরিস্থিতিতে ককরোচ পার্টির প্রতিষ্ঠাতা অভিজিৎ দীপকে সবকালে জানিয়েছিলেন, তাঁর গতিবিধির উপর নজর রাখছেন গোয়েন্দারা। তাঁকেও পাঠানো হতে পারে জেলে।





১৬ অক্টোবর ১১ ২০২৬

শারদ সন্মান

নয়া জামানা

নয়া জামানা শারদ সন্মান !

মালদা জেলার সেরা ক্লাবগুলির হাতে উঠল সেরা সন্মাননা





১৬ অক্টোবর ১১ ২০২৬

গঙ্গাপাড়ের গল্প

নয়া জামানা

পুজোতেও ঘরবন্দি পার্থ

দুর্গাপুজোয় জনসংযোগে যে তৃণমূল কংগ্রেস আলাদা উৎসবের পরিবেশ তৈরি করে ফেলত, আজ একপ্রকার তার বিপরীত ছবি। ক্রাইসিসে কারও মনে পড়ছে মুকুল রায়কে, কেউ দলের সর্বোচ্চ পদ সামলেও এখন নিঃসঙ্গ। প্রাক্তন মন্ত্রী, জেল থেকে ফেরা পার্থ চট্টোপাধ্যায় থেকে বর্তমান সাংসদ সৌগত রায়, পালাবদলের পর প্রথম পুজো সকলেরই যেন অন্যরকম। তৃণমূল কংগ্রেস দল তখন ভূমিষ্ঠ। ভবিষ্যতে যাঁদের হাতে এই দলের বিস্তার-প্রসার ঘটবে, কালীঘাটের একচালা ঘরে রাখা মা তারার পা ছুঁয়ে সেই চারজন শপথ নেন, জীবনে যখনই যা-ই হয়ে যাক, কেউ কাউকে ছেড়ে যাবেন না। যার মধ্যমণি ছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বাকিরা সূত্রত বজ্রি, মুকুল রায়, পার্থ চট্টোপাধ্যায়। আদিগঙ্গা দিয়ে তার পর অনেক জল গড়িয়েছে। তৃণমূল কংগ্রেস পাহাড়প্রমাণ হয়ে শেষে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে ছড়িয়ে পড়েছে। তবুই দল আর উঠে দাঁড়াতে পারবে বলে মনে হয় না। প্রায় স্বগতোক্তির সুরে কথাটা বললেন পার্থ চট্টোপাধ্যায়, এক সময় মমতা শিবিরের অন্যতম হেভিওয়েট। তাঁর দাবি, অমতাতুল থেকে শিক্ষা নিল না। আগেও ভুল করেছে, যখনই যে ভুলেছে তার হাত ছেড়ে দিয়েছে। এখনও সেই শুধু নিজেরটুকু নিয়েই রয়েছে। এখনও যে ভুল করছে তার হাত ছেড়ে দিচ্ছে। এখনও ভুল করছে। দ সেই সঙ্গে প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রীর আক্ষেপ, অুকুলকে খুব মিস করছি। ও থাকলে এবং সুস্থ থাকলে এই ক্রাইসিস হয়তো সামলে দিতে পারত। মমতার আশপাশে আগে যারা ছিল তারা যতটা পরেছে ওকে ভুল বুঝিয়েছে, এখনও যারা রয়েছে তারাও ভুল বুঝিয়ে চলেছে। শহর-জেলার দুর্গাপুজোগুলোয় বিজেপির স্থানীয় নেতৃত্বের বিরুদ্ধে এবার কোথাও দখলের, কোথাও বাড়তি কর্তৃত্ব ফলানোর অভিযোগ তুলেছে তৃণমূল। প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজে একটি পুজোও এবার উদ্বোধন করেননি, পাড়ার পুজো কালীঘাট মিলন সংঘের মণ্ডপে টুকে দুই খুদেকে দিয়ে ফিতে



কাটিয়েছেন। তাঁর ভাইপো সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কেন্দ্র ডায়মন্ড হারবারে এখনও কোনও পুজো উদ্বোধনে যাওয়ার শিডিউল নেই। অরূপ বিশ্বাস, ফিরহাদ হাকিম জুটির জমজমাট দুর্গাপুজো আছে। তবে সে দুটি থেকে এই দুই তারকা নাম কার্যত উধাও। সুরচি সংঘের সংসর্গ থেকে অরূপের নাম পুরোপুরি মুছে গিয়েছে। চেতলা অগ্রণীর পুজোর সঙ্গে আছেন ফিরহাদ, তবে নামকেওয়াস্তেই। বাকি যে তারকারা একসময় দুর্গাপুজো আলো করে বসে থাকতেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম পার্থ চট্টোপাধ্যায়। নাকতলা উদয়ন সংঘের প্রাক্তন কর্তা। তাঁর প্রোগ্রামি এবং জেলজীবনের পর সেই পুজো জেলুস হারায়। এবার পুজোয় তিনি নিজের নাকতলার বাড়িতেই থাকছেন। পুরনো বন্ধুদের আসার কথা। পুজো কতানো বলতে এটুকুই। এই মুহূর্তে কোনও পুজোর সঙ্গেও জড়িত নন তিনি, কোনও পুজো উদ্বোধনের আমন্ত্রণও নেই। এই অবস্থার মূল কারণ ‘বিজেপির দখলদারি’ বা ‘কর্তৃত্ব ফলানো’ বলেই মনে করছেন দলের বর্ষীয়ান সাংসদ সৌগত রায়। কলেজ স্কোয়ারের পুজো কমিটির তিনি সভাপতি। কিন্তু সেই পুজোয় তিনি থাকছেন না। আমন্ত্রণ ছিল দমদমে তাঁর কেন্দ্রের কিছু পুজো কমিটিতেও। কিন্তু তাঁর অভিযোগ, সে সবের বিজেপি নাক গলিয়েছে। তাই বিরক্ত হয়ে তিনি দিল্লি পাড়ি দিয়েছেন। যোগ দেবেন সেখানকার করোলবাগের পুজো কমিটির আমন্ত্রণে। তাঁর কথায়,

তকলেজ স্কোয়ারের পুজোর খুঁটিপুজো করলেন শমীক ভট্টাচার্য। বিজেপির বিধায়ক-নেতারা এখন সেখানে কর্তৃত্ব ফলাচ্ছেন। খামোখা এসবে থাকা মানে অপমানের মধ্যে পড়া। তার থেকে দিল্লি ভালো। দলের প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি সূত্রত বজ্রি অসুস্থ, কিছু মাস আগেই অস্ত্রোপচার হয়েছে তাঁর। খুব একটা বাড়ি থেকে বেরোচ্ছেন না, ফোনেও চট করে পাওয়া যায় না। তবে টুকটাক বাড়ি থেকে বেরিয়ে কখনও কাছের বকুলবাগান রোডের পার্টি অফিস, কখনও পাড়ার পুজো ‘একতান’-এ এসে বসছেন বলে জানালেন তাঁর ভাই সন্দীপ বজ্রি। তাঁর কথায়, তকানও পুজোয় যাওয়া তো দাদার পক্ষে আর সম্ভব না। তবে পাড়ায় মাঝেমাঝে এসে বসছেন, অল্প কথা বলছেন। কথাও দিয়েছেন পুজোর চারটে দিন পাড়ার পুজোয় থাকবেন। দ এসব থেকে কিছুটা ভিন্ন রুটিন অবশ্য তৃণমূল কংগ্রেসের প্রথম জয়ী বিধায়ক শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়ের। নিজের হাজারা পার্কের পুজোর পাশাপাশি আরও গুটিকতক পুজোর উদ্বোধন করেছেন। বালিগঞ্জের সঙ্গে পুরনো কেন্দ্র রাসবিহারী কেন্দ্রেরও বেশ কিছু পুজোয় গিয়েছেন। হাজারা পার্কের পুজোয় বরাবর অষ্টমীর সন্ধ্যারতি করেন। এবারও করবেন। তাঁর কথায়, তবাবারের পুজো কিছুটা হালকা। তবে বেশ কিছু পুজোয় আমন্ত্রণ ছিল, সেসব মিটিয়ে নিয়েছি। পারলে পুজোয় এ পাড়া-সে পাড়ায় কিছুটা ঘুরব নিজের মতো।

‘বাম বধ’ ডাক দিয়ে এসইউসিআই-এর স্টলে হামলা ট্যাংরায়!

আইনি জট কাটিয়ে দুর্গাপুজোয় রাজ্যজুড়ে বিপুল সংখ্যক বুকস্টল বসিয়েছে সিপিএম ও অন্যান্য বাম ও বামমনস্ক দলগুলি। কিন্তু প্রায় সর্বত্রই এই ‘মার্কসীয় ও প্রগতিশীল সাহিত্যের বুক স্টলে’ হামলা, ভাঙচুরের ঘটনা ঘটে চলেছে। বৃহস্পতিবারের উত্তর ২৪ পরগনার বীজপুর, নৈহাটি, নোয়াপাড়া, পলতায় সিপিএমের বুকস্টল ভাঙচুর ও আগুন লাগানোর অভিযোগ ওঠে। তিনটি ঘটনার পিছনেই বিজেপিকে দায়ী করেছে বাম নেতৃত্ব। আর শুক্রবার, ষষ্ঠীতে খাস কলকাতার

একাধিক জায়গায় সিপিএমের বুকস্টলে হামলার অভিযোগ উঠল। ট্যাংরার কামারডাঙায় একটি পুজোমণ্ডপের সামনে এসইউসিআই-এর বুকস্টলে অতর্কিত আক্রমণ হয় বলে লিখিত বিবৃতিতে জানিয়েছে দলের রাজ্য কমিটি। শুধু তাই নয়, এসইউসিআই-এর আরও অভিযোগ, ছিঁড়ে রাস্তায় ফেলে দেওয়া হয়েছে স্টলে থাকা বিন্যাসাগর, ক্ষুদ্রিরাম এবং কমরেড শিবদাস ঘোষের চিত্রাসম্বলিত বইও। আগেই কামারডাঙা দুর্গোৎসব কমিটির নামে

‘বাম বধে’র যে নিদান সুরজ কুমার সিংয়ের পক্ষ থেকে দেওয়া হয়, তা নিয়ে তাঁর বিরুদ্ধে এলাকার মানুষের প্রবল ক্ষোভ ছিল। এসইউসিআই-এর তরফে রাজ্য কমিটির সদস্য সমরেন্দ্র প্রতীহার বিবৃতি দিয়ে জানিয়েছেন, ‘আমরা স্টল করতে গেলে প্রথমে সুরজ কুমার সিং এবং অভিজিৎ গুপ্তা, তার দলবল-সহ এসে ঝামেলা করতে থাকে আমাদের বুক স্টলের হোর্ডিং ছিঁড়ে ফেলে। শ্রমিক আন্দোলনের প্রবীণ নেতা কমরেড তপন মুখার্জি আহত হন।

‘বিক্রি তো হয় না’, বুক স্টল নিয়ে বামদের খোঁচা দিলীপের

প্রতিবছরই পুজোর মরশুমে প্যান্ডেল চত্বরে বুক স্টল খোলে বামেরা। এবার তা নিয়েই দানা বেঁধেছিল বিতর্ক। খোদা মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী বলেছিলেন, ‘শারদোৎসব’ নয়, লিখতে হবে ‘দুর্গাপুজো’। পরবর্তীতে বনগাঁয় স্টল করা নিয়ে জল গড়িয়েছিল হাই কোর্টে। মিলেছে স্টলের অনুমতি। এই আবহে রাজ্যের মন্ত্রী দিলীপ ঘোষ খেঁচা দিয়ে বললেন, তকরছে করুক না, বিক্রি তো হয় না। দ সত্যিই কি তাই? জানেন প্রতিবছর পুজোর স্টল থেকে কত টাকা আয় করে বামেরা? প্রতিবছর পুজোয় রাজ্যজুড়ে কয়েকহাজার বুক স্টল খোলে বামেরা। শুধু কলকাতাতেই সংখ্যাটা প্রতিবছর থাকে ১০০-এর বেশি। কী মেলে সেখানে? মার্কসবাদী ও কমিউনিস্ট সাহিত্যের পাশাপাশি জনপ্রিয় বাংলা সাহিত্য, বিজ্ঞান এবং বিভিন্ন ধারার বই থাকে। থাকে বিবেকানন্দকে লেখা বইও। কিন্তু তারা কখনই স্টলে ‘দুর্গাপুজো’ শব্দটি ব্যবহার করে না। তাঁরা লেখে শারদোৎসব। তাতেই বেজায় আপত্তি ছিল মুখ্যমন্ত্রীর। বনগাঁর বুক স্টল নিয়ে আদালতে জল গড়ালে বলা হয়, জলটারি তো বিক্রি করছে না, বই বিক্রি হবে। দ তবে কয়েকদিনে একাধিক স্টলে হামলা, ভাঙচুরের ঘটনা প্রকাশ্যে এসেছে। এরই মাঝে ষষ্ঠীর সকালে দিলীপ বলেন, তসবাই স্টল করতে পারে। এতদিন



করেছেন, করুন। বিক্রি তো হয় না। ২৫ বছর সেই একই বই রাখা। যেগুলো প্রদর্শনী হয়। এটাকে স্টল না বলে প্রদর্শনী বলুন। কিন্তু তারপরও কিছু ড্রামা করে খবরে আসার চেষ্টা করা হয়। দ কিন্তু তথ্য বলছে অন্য কথা। জানা গিয়েছে, গোটা বাংলা মিলিয়ে প্রতিবছর পুজোর স্টল থেকে বামেরা কমপক্ষে ৩৫ থেকে ৪০ লক্ষ টাকার বই বিক্রি করে। কলকাতার যাদবপুরের স্টল থেকে কোনও বছর ৩ লক্ষ আবার কোনওবছর তার থেকেও বেশি আয়

হয়। শিলিগুড়ির ছবিটাও প্রায় একইরকম থাকে। বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য একটি পোস্টে দাবি করেছেন, চলতি বছরে পুজোর প্রথম দুদিনেই যাদবপুরের একটি স্টলে প্রায় ২ লক্ষ টাকার বিক্রি হয়েছে। উল্লেখ্য, এবছর রাজ্যজুড়ে রেকর্ড সংখ্যক বুক স্টল করছে বিজেপি। তারা কি টেক্কা দিতে পারবে বামদের? উত্তর মিলাবে বেশ কয়েকমাস পর। কারণ, গোটা রাজ্যের পরিসংখ্যান সামনে আসে বছরের একেবারে শেষপ্রান্তে।

পুজোর ভিড় সামলাতে লালবাজারের নজর বাইকেও

দুর্গাপুজোর আগে শেষ মুহূর্তের কেনাকাটা এবং মণ্ডপমুখী মানুষের চাপ একসঙ্গে বাড়তেই কলকাতার যান চলাচলে তার প্রভাব পড়েছে। গড়িয়াহাট থেকে নিউ মার্কেট, হাতিবাগান থেকে শ্যামবাজার; বিভিন্ন এলাকায় গাড়ির গতি কমছে। এই পরিস্থিতিতে উৎসবের দিনগুলিতে যানব্যবস্থা সচল রাখতে বাড়তি নজরদারি ও কড়া পদক্ষেপের পথে কলকাতা পুলিশ। পুলিশ কমিশনার অজয় নন্দার বক্তব্য, পুজোয় শহরে বাইরের বহু মানুষ আসেন। তাঁদের চলাচল এবং গাড়ির চাপ একসঙ্গে সামলানোই বড় চ্যালেঞ্জ। তাঁর কথায়, পুজোর শুরুতে ভিড়ের কারণে কিছুটা সমস্যা হচ্ছে। তবে দ্রুত পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়ে যাবে। বিশেষ নজর রয়েছে মা ফ্লাইওভারে। নিউ টাউন এবং কলকাতার দুই দিকের যানবাহনের চাপ এই উড়ালপুলে এসে পড়ায় সেখানে গাড়ির সংখ্যা দ্রুত বেড়ে যাচ্ছে। কোনও গাড়ি মাঝপথে যান্ত্রিক সমস্যায় থেমে গেলে যাতে গোটা ফ্লাইওভারের গতি থমকে না যায়, তার জন্য ছোট ক্রেন প্রস্তুত রাখা হচ্ছে। বিকল গাড়ি দ্রুত সরিয়ে



দেওয়ার ব্যবস্থা থাকবে। শহরের বাজার এলাকাগুলির পরিস্থিতিও পুলিশের উদ্বিগ্ন বাড়ছে। গড়িয়াহাট, নিউ মার্কেট, ধর্মতলা, হাতিবাগান, শ্যামবাজারের পাশাপাশি যাদবপুর, কসবা এবং পার্ক সার্কাসেও ক্রেতাদের ভিড় বেড়েছে। বিকেলের পর অফিসফেরত মানুষের চাপ যুক্ত হওয়ায় একাধিক রাস্তায় যান চলাচল ধীর হচ্ছে। এই ভিড়ের মধ্যেই ট্রাফিক আইন ভাঙার বিরুদ্ধে আরও কড়া হচ্ছে পুলিশ। বাইপাস-সহ গুরুত্বপূর্ণ রাস্তায় হেলমেট ছাড়া বাইক চালানো এবং এক মোটরবাইকে তিন জন যাতায়াতের মতো ঘটনায় ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ

দেওয়া হয়েছে। পুজোর আনন্দের মধ্যে দুর্ঘটনার ঝুঁকি যাতে না বাড়ে, সেই লক্ষ্যেই এই নজরদারি। লালবাজারের এক আধিকারিকের কথায়, স্মৃপুজোর সময় ট্রাফিক সচল রাখা আমাদের বড় চ্যালেঞ্জ। প্রতি বারের মতো এ বারও আমরা পরিস্থিতি সামলাব। পুজোর ভিড় এখনও মূল উৎসবের দিনগুলিতে পৌঁছয়নি। ফলে এখনকার যানচাপকে পুলিশ কার্যত আগাম সতর্কবার্তা হিসাবেই দেখছে। মণ্ডপে দর্শনার্থীর সংখ্যা আরও বাড়লে শহরের প্রধান সংযোগপথগুলিতে চাপ কতটা সামলানো যায়, সেটাই এখন কলকাতা পুলিশের বড় পরীক্ষা।

সম্পাদকীয়

১৬ অক্টোবর ২০২৬ ১১ শুক্রবার

হরমুজ প্রণালিতে কেন জয় দাবি করছে ইরান

হরমুজ প্রণালির কাছে কয়েকটি জাহাজে সফলভাবে হামলা চালানোর দাবি করেছে ইরান। হামলার শিকার হওয়া জাহাজগুলোর মধ্যে মার্কিন নৌবাহিনীর জাহাজও রয়েছে। তেহরানের ভাষ্য, এসব হামলার কারণে ওয়াশিংটন তাদের যুদ্ধজাহাজগুলো ইরানের উপকূল থেকে আরও দূরে সরিয়ে নিতে বাধ্য হয়েছে। রোববার মার্কিন সংবাদমাধ্যমের খবরে বলা হয়, ১৪ সেপ্টেম্বর হরমুজ প্রণালিতে ইরানের একটি জাহাজবিধ্বংসী ক্রুজ ক্ষেপণাস্ত্রের হামলার পর আট মার্কিন মেরিন সদস্য ধোঁয়ায় শ্বাস নেওয়ার কারণে অসুস্থ হন। তাঁদের কয়েকজনের মস্তিষ্কে আঘাতের আশঙ্কাও রয়েছে। যদিও পেন্টাগন এর আগে অনেকটা নীরবে যুদ্ধাহত মার্কিন সেনাসদস্যদের তালিকায় ২৯ জন নাবিক ও ৮ জন মেরিন কোর সদস্যের নাম যুক্ত করেছে। এর ফলে গত ২৮ ফেব্রুয়ারি ইরান যুদ্ধ শুরু পর আহত মার্কিন সেনাসদস্যের মোট সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৮৬১ জনে। এ পর্যন্ত অন্তত ১৯ জন নিহত হওয়ার খবরও পাওয়া গেছে। আল,জাজিরা এসব প্রতিবেদন নিয়ে মন্তব্য জানতে মার্কিন সেন্ট্রাল কমান্ডের (সেন্টকম) সঙ্গে যোগাযোগ করছিল, কিন্তু সেন্টকম কোনো জবাব দেয়নি। এর আগে সেন্টকম বলেছিল, চলতি মাসের শুরুর দিকে মার্কিন জাহাজগুলো ইরানের ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্রের হামলা সফলভাবে এড়িয়ে যেতে সক্ষম হয়েছে। মার্কিন মেরিন সদস্যদের আহত হওয়ার বিষয়ে প্রকাশিত প্রতিবেদনে মার্কিন কর্মকর্তারা বলেছেন, হামলার সময় তাঁরা যে জাহাজে ছিলেন, সেটি মার্কিন নৌবাহিনীর জাহাজ ছিল না। যদিও পেন্টাগন এর আগে অনেকটা নীরবে যুদ্ধাহত মার্কিন সেনাসদস্যদের তালিকায় ২৯ জন নাবিক ও ৮ জন মেরিন সদস্যের নাম যুক্ত করেছে। এর ফলে গত ২৮ ফেব্রুয়ারি ইরান যুদ্ধ শুরুর পর থেকে আহত মার্কিন সেনাসদস্যের মোট সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৮৬১ জনে। এ পর্যন্ত অন্তত ১৯ জন নিহত হওয়ার খবরও পাওয়া গেছে। যখনই তারা সেই ঝুঁকি নিয়েছে, তখনই নিজেদের জন্য ক্ষতি ডেকে এনেছে। আর শিগগিরই আরব সাগরও তাদের থেকে মুক্ত হয়ে যাবে। সাম্প্রতিক দিনগুলোতে ইরানের সরকারসংশ্লিষ্ট সংবাদমাধ্যমগুলো দাবি করেছে, চলতি মাসের শুরুর দিকে মার্কিন যুদ্ধজাহাজগুলো তাদের আগের অবরোধ অবস্থান থেকে পিছিয়ে গেছে। এর আগে এসব জাহাজ ইরানের চাবাহার বন্দর ও ওমান উপসাগরের প্রবেশমুখের কাছাকাছি অবস্থান করছিল। ইরানি ক্ষেপণাস্ত্র এড়াতে এখন সেগুলো আরব সাগরের মধ্যভাগের দিকে সমুদ্রের আরও গভীরে সরে গেছে। গতকাল সোমবার ইরানের রাষ্ট্রীয় গণমাধ্যমে দেশটির সর্বোচ্চ নেতা মোজতবা খামেনির বার্তা প্রকাশ করা হয়। সেখানে তিনি মার্কিন নৌবাহিনীর জাহাজগুলোর গতিবিধির কথা উল্লেখ করেছে। এই বার্তায় মোজতবা খামেনি বলেন, ‘যখনই তারা সেই ঝুঁকি নিয়েছে, তখনই নিজেদের জন্য ক্ষতি ডেকে এনেছে। আর শিগগিরই আরব সাগরও তাদের থেকে মুক্ত হয়ে যাবে।’ মার্কিন জ্বালানিমন্ত্রী ক্রিস রাইট রোববার বলেছেন, এখন প্রতিদিন প্রায় ১ কোটি ৩০ লাখ ব্যারেল অপরিিশোধিত তেল হরমুজ প্রণালি দিয়ে পরিবাহিত হচ্ছে। মার্কিন অর্থমন্ত্রী স্কট বেসেন্ট অবশ্য আরও বেশি; প্রতিদিন ১ কোটি ৫০ লাখ থেকে ২ কোটি ২০ লাখ ব্যারেল তেল চলাচল করছে বলে হিসাব দিয়েছেন। যুদ্ধের আগে প্রতিদিন প্রায় ২ কোটি ব্যারেল তেল এই প্রণালি দিয়ে যেত। উত্তেজনা বৃদ্ধির মধ্যেও বেড়েছে তেল পরিবহন ইরানি কর্তৃপক্ষের এ ধরনের উত্তেজনাপূর্ণ বক্তব্য এমন সময় আসছে, যখন সাম্প্রতিক সপ্তাহগুলোতে মার্কিন সামরিক বাহিনী হরমুজ প্রণালি দিয়ে আগের তুলনায় অনেক বেশি জ্বালানি বহনকারী জাহাজ চলাচল করতে সক্ষম হয়েছে।

ভারতের তথাকথিত উন্নয়নে বিস্তর ফাঁক

দেবাশিস মিথিয়া

ভারতের প্রাক্তন অর্থনৈতিক উপদেষ্টা কৌশিক বসু সম্প্রতি এক্স হ্যান্ডেলে লিখেছেন; “গত ছয় সপ্তাহ ধরে আমি দিল্লিতে আছি এবং ভারতের অর্থনীতি বিশ্লেষণ করছি। আমার মূল্যায়ন অর্থনীতির অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। বেকারত্ব আকাশছোঁয়া, শিক্ষাব্যবস্থা বিশৃঙ্খল, আন্তর্জাতিক মহলে ভারতের প্রতি আস্থা কমেছে, নিউ বিদেশি প্রত্যক্ষ বিনিয়োগ (এফডিআই) শূন্যের কাছাকাছি, দুষণ রেকর্ড মাত্রায় পৌঁছেছে অথচ কার্যকর কোনও পদক্ষেপ নেই।” এর ঠিক উলটো দিকে সরকার লাগাতার প্রচার করে চলেছে; দেশের অর্থনৈতিক বৃদ্ধি ‘ছন্দ’ করে হচ্ছে, জিডিপি বৃদ্ধির হার ৮ শতাংশের ওপরে। এমনকী দেশের প্রধানমন্ত্রী স্বয়ং ঘোষণা করেছেন যে ভারত এখন বিশ্বের চতুর্থ বৃহত্তম অর্থনীতিতে পরিণত হয়েছে। এখন প্রশ্ন হলো, প্রকৃত উন্নয়ন যদি এতখানিই হয়ে থাকে, তবে কেন আজও দেশে বেকারত্বের হার এত বেশি? বিশ্ব ক্ষুধা সূচকের মতো গুরুত্বপূর্ণ তালিকায় ভারতের স্থান কেনই বা এত নিচে? দেশের জনগণের একটি বড় অংশকে আজও দু’বেলা দু’মুঠো খাবারের জন্য কেন সংগ্রাম করতে হচ্ছে? স্বাধীনতার এতগুলো বছর পেরিয়ে আজও কেন অন্নদাতা কৃষকদের আত্মহত্যার পথ বেছে নিতে হয়?

একদিকে উন্নয়নের গালভরা পরিসংখ্যান, অন্যদিকে প্রান্তিক মানুষের জীবনযাত্রণা; দুইয়ের বৈপরীত্যই প্রমাণ করে, সরকার যে উন্নয়নের কথা বলছে তা অসুভূক্তিমূলক নয়। মিথ্যে পরিসংখ্যান দিয়ে জিডিপি’র হারকে বাড়িয়ে দেখানো সহজ, কিন্তু সাধারণ মানুষের জীবিকার সঙ্কটকে মোকাবিলা করা কঠিন। আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন অর্থনীতিবিদ হা-জুন চ্যাং ভারতের এই উন্নয়নকে ‘পরিসংখ্যানের মারপ্যাচ’ বলে চিহ্নিত করেছেন। তিনি ভারতের এই অর্থনৈতিক পথচলকে ‘অসম্পূর্ণ ও ঝুঁকিপূর্ণ’ বলেছেন। তাঁর মতে, ভারত শিল্পায়নের অপরিহার্য ধাপগুলো যথাযথভাবে অতিক্রম না করেই এক অতি-দ্রুত পুঁজিবাদী উন্নয়ন মডেলকে অনুসরণ করছে। যাকে অর্থনীতিতে ‘স্পিডরানিংক্যাপিটালিজম (এসআরসি)’ বলা যেতে পারে। তাঁর কথায়, শক্তিশালী শিল্পভিত্তি তৈরি না করেই ভারত সরাসরি পরিষেবা খাতে ঝাঁপ দিয়েছে। তবে, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের বিধিনিষেধের পাশাপাশি দেশীয় শিল্পনীতির ধারাবাহিক ব্যর্থতাই ভারতকে এই ঝুঁকিপূর্ণ পথে ঠেলে দিয়েছে, যা সরকার ঘোষিত তথাকথিত অর্থনৈতিক বৃদ্ধির অন্তর্নিহিত দুর্বলতাগুলোকে সামনে এনে দিয়েছে। এটা ভারতের জন্য কেবল বিভাস্তিকরই নয়, বরং বিপজ্জনক। ভিডিও গেমের গেমাররা যেমন সফটওয়্যারের সুস্পষ্ট ‘ত্রুটি’ বা ‘গ্লিচ’ ব্যবহার করে যে কোনও উপায়ে দ্রুত শেষ ধাপে পৌঁছানোর চেষ্টা করে,

ঠিক তেমনই বর্তমান পুঁজিবাদী ব্যবস্থাতেও দীর্ঘমেয়াদি ও টেকসই বিনিয়োগের পথ এড়িয়ে; আর্থিক ফাটকাবাজিকে কাজে লাগিয়ে; বৃহৎ শিল্পপতি ও কর্পোরেট গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে খুব কম সময়ে মুনাফাকে সর্বোচ্চ করার এক উন্মাদনা দেখা যাচ্ছে। সহজ কথায়, মুনাফার পেছনে এক ‘শর্টকাট’ দৌড়। তবে এটি সাময়িকভাবে বিপুল সম্পদের পাহাড় গড়তে সাহায্য করলেও, দীর্ঘমেয়াদে অর্থনীতির মেরুদণ্ড ভেঙে দিয়ে বড় ধরনের বিপর্যয় ডেকে আনতে পারে। অর্থাৎ, এই অর্থনৈতিক কৌশলে একটি উন্নয়নশীল দেশ চিরাচরিত শ্রম-নিবিড় উৎপাদন ক্ষেত্রকে শক্তিশালী না করেই, সরাসরি সেবা বা আর্থিক খাতের মতো পুঁজিবাদের পরবর্তী ধাপে লাফ দেয়। ১৯৯০-এর দশকের সংস্কারের পর থেকে ভারতে পরিষেবা খাতের অস্বাভাবিক বৃদ্ধি (যা জিডিপিতে ৬০ শতাংশের বেশি অবদান রাখে) এই এসআরসি মডেলের একটি স্পষ্ট উদাহরণ। এই পরিষেবা-নির্ভর অগ্রগতির নেপথ্যে কাজ করছে মূলত একটি ‘এলিট-ড্রিভেন ডেভেলপমেন্ট’ মডেল। ভারতের নীতি নির্ধারকেরা বাস্তব উৎপাদনশীল খাতের চেয়ে আর্থিক খাতকে বেশি অগ্রাধিকার দিচ্ছেন, আর প্রভাবশালী শিল্পপতিরাও সময়সাপেক্ষ উৎপাদনশীল বিনিয়োগের বদলে শেয়ার বাজার বা আর্থিক খাতের দ্রুত লেনদেন থেকে তাৎক্ষণিক মুনাফা অর্জনে বেশি আগ্রহী। ফলে অর্থনীতির ভিত মজবুত হওয়ার বদলে তৈরি হচ্ছে কৃত্রিমভাবে ফোলানো এক অর্থনীতি, যা সাধারণ মানুষের কর্মসংস্থান ও টেকসই উন্নয়নে কোনও ভূমিকা রাখতে পারছে না। উন্নয়ন অর্থনীতির তত্ত্ব অনুযায়ী, কোনও দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন যদি মূলত পরিষেবা খাতের ওপর নির্ভরশীল হয়, তবে তা দীর্ঘমেয়াদে অ-সুভূক্তিমূলক হতে বাধ্য। দেশের দারিদ্র দূরীকরণের জন্য অর্থনীতিতে এমন একটি খাত প্রয়োজন যা কৃষি থেকে আসা বিপুল সংখ্যক স্বল্প-দক্ষ শ্রমিককে কাজে লাগাতে পারে। ইতিহাস বলে, কেবল শ্রম-নিবিড় শিল্পই এই কাজটি করে এসেছে। কিন্তু ‘এসআরসি’ মডেলের উচ্চমানের পরিষেবাগুলো অত্যন্ত উৎপাদনশীল হলেও কর্মসংস্থান সৃষ্টির ক্ষেত্রে কার্যকরী নয়। উন্নয়ন অর্থনীতির সফল ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, দ্রুত শিল্পায়িত দেশগুলো (যেমন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, জার্মানি, জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া ও চীন) তাদের উন্নয়নের সময় জিডিপিতে উৎপাদন খাতের অবদান ২৮ থেকে ৩৪ শতাংশ পর্যন্ত নিয়ে গিয়েছিল। এর ঠিক উলটো মেরুতে ভারতের ম্যানুফ্যাকচারিং খাত, যা কখনোই জিডিপিতে ২০ শতাংশের বেশি অবদান রাখতে পারেনি এবং বর্তমানে তা মাত্র ১২.৫ থেকে ১৭ শতাংশের ঘরে আটকে আছে। শক্ত শিল্পভিত্তি তৈরি না করে

ভারতের এই ঝড়ের গতিতে পরিষেবা খাতের দিকে ঝুঁকি পড়াই হলো ‘স্পিডরানিং ক্যাপিটালিজম’-এর সবচেয়ে বড় উদাহরণ। এই কাঠামোগত দুর্বলতার সরাসরি ফল হলো শিক্ষিত বেকারত্বের হার দ্রুত বেড়ে যাওয়া। ভারতে শিক্ষার হার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বেকারত্বের হারও উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে, যা উন্নয়ন অর্থনীতির প্রথাগত ধারণাকে চ্যালেঞ্জ জানায়। এই পরিস্থিতি প্রমাণ করে অর্থনীতি শিক্ষিত মানবসম্পদ তৈরি করলেও, তাদের কাজে লাগানোর সুযোগ তৈরি করতে পারেনি। সহজ কথায়, দেশ শিক্ষিত জনশক্তি তৈরি করেছে ঠিকই, কিন্তু উৎপাদন খাতে তাদের উপযুক্ত কর্মসংস্থান তৈরি করতে পারেনি। পরিসংখ্যান বিশ্লেষণ করলে এই বৈসাদৃশ্য স্পষ্ট হয়। ২০২২ সালের তথ্য অনুযায়ী, স্নাতকদের মধ্যে বেকারত্বের হার ছিল ২৯.১ শতাংশ, যা নিরক্ষরদের (৩.৪ শতাংশ) তুলনায় নয় গুণেরও বেশি। ২০২৩-২৪ সালে মাধ্যমিক ও তার উপরের স্তরের শিক্ষিতদের মধ্যে বেকারত্বের হার ছিল ৬.৫ শতাংশ, যেখানে নিরক্ষরদের জন্য তা ছিল মাত্র ০.২ শতাংশ। এই পরিসংখ্যান স্পষ্ট করে দেয়; দেশের আসল সম্পদ, শিক্ষিত তরুণদের কোনও কাজেই লাগানো যাচ্ছে না। কাজের সুযোগ ছাড়া জিডিপি’র এই বাড়বাড়ন্তই হলো অ-সুভূক্তিমূলক বৃদ্ধির আসল ফাঁদ। এই পরিষেবা-নির্ভর বৃদ্ধির ধরনটাই চরম বৈষম্যমূলক, যা সমাজকে দুই ভাগে ভাগ করে দেয়। পরিষেবা ক্ষেত্রে বেশি আয়ের ও দক্ষতা-ভিত্তিক কাজের জায়গাগুলো হাতেগোনা কয়েকটি শহরে কেন্দ্রীভূত হওয়ায় কেবল মুম্বইয়ে শিক্ষিত তরুণই এর সুবিধা পায়, আর অঞ্চলভিত্তিক বৈষম্য প্রকট হয়ে ওঠে। অন্যদিকে, মজবুত শিল্পভিত্তি না থাকায় নতুন কাজের সুযোগ তৈরি হচ্ছে না। ফলে কৃষি ছেড়ে বেরিয়ে আসতে চাওয়া বিপুল সংখ্যক মানুষ সুযোগের বাইরেই থেকে যাচ্ছেন। আর এই সাধারণ মানুষের আয় না বাড়ায় দেশের ভেতরের কেনাকাটার ক্ষমতা কমে, যা অর্থনীতির ভবিষ্যৎকেই ঝুঁকিতে ফেলে দিচ্ছে। অর্থনীতির পরিভাষায় এই বৃদ্ধি ‘উল্লেখযোগ্যভাবে অসম’, যা শুধু শহুরে বাসিন্দাদের একাংশের ক্রয়ক্ষমতা বাড়িয়েছে। তাই জিডিপি বাড়লেও ‘বিশ্ব ক্ষুধা সূচক’-এ ভারতের নিম্ন অবস্থান প্রমাণ করে যে, উন্নয়নের সুফলগুলো ঝা-চকচকে শহরের ‘সার্ভিস বাবল’ বা বুদ্ধবুদ্ধ ভেদ করে গ্রামীণ প্রান্তিক মানুষের কাছে পৌঁছাতে ব্যর্থ হয়েছে। শিল্পায়নের মাধ্যমে একটি স্থিতিশীল মধ্যবিত্ত শ্রেণি তৈরি না হওয়ায় ভারতের বৃদ্ধি বর্তমানে একটি নড়বড়ে ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে আছে, যা অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতার চেয়ে সামাজিক অস্থিরতাকেই বেশি উসকে দিচ্ছে। এসআরসি মডেলের অন্যতম বড়

বিপদ হলো অটোমেশনের প্রতি এর অসম্ভব ঝোঁক। সাধারণত শ্রম-নিবিড় উৎপাদন শিল্প প্রযুক্তিগত পরিবর্তনের সাথে মানিয়ে নেওয়ার জন্য কিছুটা সময় পেলেও, পরিষেবা খাতের কাজগুলো অত্যন্ত দ্রুত যান্ত্রিকীকরণের শিকার হয়। আজ যখন জেনারেলিভি এআই বিশ্বজুড়ে অর্থনৈতিক ছবিকে ওলটপালট করে মানুষের কাজের জায়গাগুলো দখল করে নিচ্ছে, তখন এর সবচেয়ে বড় ধাক্কাটি আসতে চলেছে ভারতের ওপর। আমাদের দেশ মূলত কল সেন্টার বা ব্যাক অফিসের মতো যেসব নিম্ন-মূল্যের পরিষেবা নিয়ে এগাচ্ছে, সেগুলো এখন কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা দ্বারা দ্রুত প্রতিস্থাপিত হওয়ার মুখে। পরিষেবা খাত যদি এভাবে কর্মসংস্থান হারায়, তবে সেই বিশাল শিক্ষিত জনশক্তিকে আশ্রয় দেওয়ার মতো কোনও বিকল্প শিল্প-কাঠামো ভারতে তৈরি হয়নি। এটি ভবিষ্যতে বড় ধরনের সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিপর্যয় ডেকে আনতে পারে। কিন্তু প্রশ্ন হলো, এই বিশাল ঝুঁকি থাকা সত্ত্বেও ভারত কেন শ্রম-নিবিড় শিল্পায়নের পথ ছেড়ে এই নড়বড়ে পরিষেবা মডেলকেই বেছে নিতে বাধ্য হলো? এই প্রশ্নের উত্তর লুকিয়ে আছে বিশ্ব অর্থনীতির এক গভীর নীতিগত কৌশলে; যাকে বলা হয় ‘কিকিং অ্যাওয়ে দ্য ল্যাডার’। মূলত ‘কিকিং অ্যাওয়ে দ্য ল্যাডার’ বা ‘উন্নয়নের মই সরিয়ে দেওয়া’ নীতি হলো উন্নত দেশগুলোর এক ধরনের কৌশলগত অবস্থান। আজকের ধনী দেশগুলো যখন নিজেদের শিল্প গড়ার প্রক্রিয়ায় ছিল, তখন তারা চড়া শুদ্ধ চাপিয়ে বিদেশি পণ্য আটকেছিল এবং নিজেদের কারখানায় ঢেলে সরকারি সাহায্য দিয়েছিল। কিন্তু উন্নতির চূড়ায় পৌঁছেই তারা সেই সাফল্যের মইটি লাথি মেরে ফেলে দিয়েছে; যাতে উন্নয়নশীল দেশগুলো একই পথ ধরে ওপরে উঠতে না পারে। আজ বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার নানা নীতি ও আন্তর্জাতিক চুক্তির দোহাই দিয়ে আমাদের মতো দেশকে সেই একই সুরক্ষানীতি ব্যবহারে বাধ্য দেওয়া হচ্ছে। তবে শুধু আন্তর্জাতিক চাপকে দোষ দিলে আসল সত্যটা ঢাকা পড়ে যায়; মূল দায়টা আমাদের নীতিনির্ধারকদের ধারাবাহিক ব্যর্থতারই। বিশ্ব বাণিজ্যের কঠিন নিয়মকে অজুহাত বানিয়ে তারা শিল্পভিত্তিক প্রকৃত উন্নয়নের শ্রমসাধ্য পথটি এড়িয়ে গেছেন। শক্ত ম্যানুফ্যাকচারিং ভিত গড়ার বদলে বেছে নিয়েছেন কম ঝুঁকির ‘পরিষেবা মডেল’-এর শর্টকাট। তাই ভারতে পরিষেবা খাতের এই বৃদ্ধি কোনও দূরদর্শী সাফল্য নয়; বরং শিল্পায়নের আসল ব্যর্থতা ঢেকে দ্রুত জিডিপি’র চমক দেওয়ার এক নড়বড়ে রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক কৌশল মাত্র। এই বিশ্লেষণই স্পষ্ট করে দেয়, আমাদের অর্থনৈতিক অগ্রগতির গোড়াতেই গলদ রয়েছে। সৌঃ দৈনিক আজাদি।





১৬ অক্টোবর ১১ ২০২৬

বাংলা

নয়া জামানা

গঙ্গাভাঙনে ঘরহারা মানুষের হাতে বস্ত্র বিলি যুব কাফেলার

মালদহ : গঙ্গার ভাঙনে ঘরবাড়ি হারিয়ে অনিশ্চয়তার মধ্যে দিন কাটছে বহু পরিবারের। তাঁদের মুখে পুজোর হাসি ফোটাতে এগিয়ে এল স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন যুব কাফেলা। শুক্রবার পারলালপুরের গোলা মণ্ডলপাড়া ও পারলালপুর মন্দির সংলগ্ন এলাকায় ভাঙনকবলিত পরিবারগুলির হাতে ১৫০-রও বেশি নতুন বস্ত্র তুলে দেন সংগঠনের সদস্যরা শিশু থেকে প্রবীণ, সকলের কথা মাথায় রেখেই এই উদ্যোগ। শিশুদের জামাকাপড়ের পাশাপাশি মহিলাদের শাড়ি এবং পুরুষদের লুঙ্গি ও ধুতি বিতরণ করা হয়। বসতিভিটে হারিয়ে নতুন করে জীবন গড়ার লড়াইয়ে থাকা পরিবারগুলির কাছে এই উপহার যেন উৎসবের মরসুমে কিছুটা স্বস্তির বার্তা। সংগঠনের সদস্য যুবরাজ ত্রিবেদী জানান, কয়েক জন সহস্রাধিক মানুষের আর্থিক ও অন্যান্য সহযোগিতায় এই কর্মসূচি সম্ভব হয়েছে। তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন তিনি। সংগঠনের সম্পাদক



বিশ্বনাথ রায় বলেন, অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়াতে অর্থের পাশাপাশি প্রয়োজন আন্তরিকতা ও মানবিক মানসিকতার। প্রত্যেকে নিজের সামর্থ্য অনুযায়ী এগিয়ে এলে বহু মানুষের জীবনে ইতিবাচক পরিবর্তন আনা সম্ভব। কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন বিশ্বনাথ রায়, সুজিত সিংহ, বুবাই মণ্ডল, দীপঙ্কর, চিত্ত ও যুবরাজ ত্রিবেদী-সহ সংগঠনের সদস্যরা। এলাকার বিশিষ্ট ব্যক্তিরাও সহযোগিতা করেন। সুজিত সিংহের

কথায়, দুর্গাপূজো শুধু আনন্দের উৎসব নয়, মানুষের পাশে দাঁড়ানোরও সময়। সমাজের প্রান্তিক মানুষদের সঙ্গে আনন্দ ভাগ করে নিলেই উৎসব সার্থক হয়ে ওঠে। আগামী দিনেও বিপন্ন মানুষের পাশে থাকার অঙ্গীকার করেছেন যুব কাফেলার সদস্যরা। গঙ্গাভাঙনে হারানো ঘরবাড়ি ফিরিয়ে দেওয়া সম্ভব না হলেও, বিপদের দিনে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়ার এই উদ্যোগ মানবিকতার বার্তা দিল।

পিয়ালী নদীতে নৌকাবাইচ প্রতিযোগিতা

কুলতলি : মোবাইল ফোনের দাপটে যখন গ্রামবাংলার বহু ঐতিহ্যবাহী খেলা হারিয়ে যেতে বসেছে, তখন পিয়ালী নদীর বুকে ফের দেখা গেল নৌকাবাইচের রোমাঞ্চ। দক্ষিণ ২৪ পরগনার কুলতলি থানার মেরিগঞ্জ-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের নয়াপাড়ায় শুরু হয়েছে ৪১তম বর্ষের নৌকাবাইচ প্রতিযোগিতা। গ্রামবাসীদের উদ্যোগে আয়োজিত এই প্রতিযোগিতা শুক্র, শনি ও রবিবার; তিন দিন ধরে চলবে। প্রতিযোগিতাকে ঘিরে এলাকায় তৈরি হয়েছে উৎসবের আবহ। আয়োজকদের অন্যতম সদস্য হাসেম বাবু জানান, দীর্ঘদিন ধরে তাঁরা এই প্রতিযোগিতার আয়োজন করে আসছেন। আগামী দিনেও এই ঐতিহ্য ধরে রাখার পরিকল্পনা রয়েছে। বর্তমান প্রজন্মের ছেলেমেয়েদের মোবাইলের আসক্তি থেকে সরিয়ে গ্রামবাংলার সংস্কৃতি ও খেলাধুলার সঙ্গে পরিচিত করিয়ে দেওয়াই তাঁদের অন্যতম



উদ্দেশ্য। প্রতিযোগিতা দেখতে আসা আলী নূর সরদার বলেন, গ্রামবাংলা থেকে ধীরে ধীরে হারিয়ে যাচ্ছে নৌকাবাইচের মতো ঐতিহ্যবাহী খেলা। নতুন প্রজন্মের মধ্যে এই খেলার প্রতি ভালোবাসা তৈরি করতে এমন উদ্যোগ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অন্যদিকে, দীর্ঘদিন ধরে নৌকাবাইচের সঙ্গে যুক্ত মাঝি মনিরুল শেখ জানান, তিনি ৪২ বছর ধরে এই খেলার সঙ্গে যুক্ত। তাঁর মতে, ঐতিহ্যকে বাঁচিয়ে রাখতে

আরও বেশি করে নৌকাবাইচের আয়োজন করা প্রয়োজন। শুক্রবার প্রতিযোগিতার প্রথম দিনে বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা প্রায় ১৫টি নৌকা অংশ নেয়। নদীর বুকে নৌকার ছন্দময় ছুটে চলা দেখতে ভিড় জমান অসংখ্য দর্শক। তাঁদের উচ্ছ্বাসে মুখের হয়ে ওঠে নদীর দুই পাড়। নৌকাবাইচকে ঘিরে এই আয়োজন শুধু বিনোদন নয়, গ্রামবাংলার ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ও মানুষের আবেগকে বাঁচিয়ে রাখারও এক আন্তরিক প্রচেষ্টা।

কুলপিতে বৃদ্ধার দেহ উদ্ধার

কুলপি : দক্ষিণ ২৪ পরগনার কুলপি থানার অন্তর্গত কাশিপুর জামতলা গ্রামের কাছে ১১৭ নম্বর জাতীয় সড়কের ধারে এক অজ্ঞাতপরিচয় বৃদ্ধার দেহ উদ্ধারকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত্যুর বয়স আনুমানিক ৮০ বছরের বেশি। কীভাবে তাঁর মৃত্যু হল, তা নিয়ে তৈরি হয়েছে রহস্য। স্থানীয় সূত্রে খবর, জাতীয় সড়কের ধারে ওই বৃদ্ধাকে পড়ে থাকতে দেখে ন কয়েকজন। বিষয়টি নজরে আসতেই সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসেন বিজেপির ৩ নম্বর মণ্ডল সভাপতি রাজেশ খাঁ। তাঁর সঙ্গে ছিলেন বিজেপির সমর্থক, অরুণগনগর হিন্দু সংঘের সদস্য এবং স্থানীয়



কয়েকজন যুবক। তাঁরা দ্রুত বৃদ্ধাকে উদ্ধার করে বেলপুকুর প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যান। সেখানে চিকিৎসক পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। এরপরই ঘটনাকে ঘিরে এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। খবর পেয়ে কুলপি থানার পুলিশ বেলপুকুর

প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে পৌঁছয়। পুলিশ ঘটনার বিষয়ে খোঁজখবর নেওয়ার পাশাপাশি বৃদ্ধার পরিচয় জানার চেষ্টা শুরু করেছে। কীভাবে ওই বৃদ্ধা জাতীয় সড়কের ধারে এসে পড়লেন, তাঁর মৃত্যু দুর্ঘটনাজনিত, নাকি এর পিছনে অন্য কোনও কারণ রয়েছে, তা খতিয়ে দেখাচ্ছেন তদন্তকারীরা। তবে এখনও পর্যন্ত তাঁর মৃত্যুর সঠিক কারণ কিংবা পরিচয় সম্পর্কে নিশ্চিতভাবে কিছু জানা যায়নি। পুলিশের তদন্ত ও পরবর্তী পদক্ষেপের পরই এই ঘটনার প্রকৃত রহস্য উদ্‌ঘাটিত হতে পারে।

আট বছর পর মহিলা সভানেত্রী পেল হাড়োয়া ব্লক কংগ্রেস

বসিরহাট : দীর্ঘ আট বছর পর হাড়োয়া-১ ব্লকে মহিলা সভানেত্রী পেল জাতীয় কংগ্রেস, শারিফা খাতুনকে সংবর্ধনা। দিল্লিতে কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধীর নেতৃত্বে এসআইআর-বিরোধী আন্দোলনের মাঝেই দলের সাংগঠনিক শক্তি বৃদ্ধিতে বিশেষ উদ্যোগ নিল জাতীয় কংগ্রেস। বিশেষ করে মহিলা সংগঠনকে আরও শক্তিশালী ও সুসংগঠিত করার লক্ষ্যে দীর্ঘ আট বছর পর বসিরহাট সাংগঠনিক জেলা কংগ্রেসের অধীন হাড়োয়া-১ নম্বর ব্লকে নতুন মহিলা সভানেত্রী নির্বাচিত করা হল। এই দায়িত্ব পেয়েছেন দীর্ঘদিনের কংগ্রেস কর্মী শারিফা খাতুন। তাঁর নিয়োগকে কেন্দ্র করে দলীয় কর্মী-সমর্থকদের মধ্যে উৎসাহ দেখা দিয়েছে। দীর্ঘদিন ধরে হাড়োয়া-১ নম্বর ব্লকে মহিলা

সভানেত্রীর পদটি শূন্য ছিল। অবশেষে দলের মহিলা সংগঠনকে নতুন করে সাজিয়ে তোলা এবং সংগঠনের কাজে মহিলাদের আরও বেশি করে যুক্ত করার লক্ষ্যেই শারিফা খাতুনকে এই গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে বলে দলীয় সূত্রে জানা গিয়েছে। নতুন দায়িত্ব পালনার পর শারিফা খাতুন জানান, দলের সাংগঠনিক শক্তি বৃদ্ধি এবং মহিলা সংগঠনকে আরও মজবুত করা হবে তাঁর প্রধান লক্ষ্য। কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধীর আদর্শকে সামনে রেখে তিনি দলের শ্রীবৃদ্ধি ও কাজ করে যাবেন বলেও জানান নবনির্বাচিত মহিলা সভানেত্রী। এদিকে, নবনির্বাচিত মহিলা সভানেত্রী শারিফা খাতুনকে সংবর্ধনা জানাতে হাড়োয়া ব্লক

জাতীয় কংগ্রেস কার্যালয়ে একটি বিশেষ কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। সেখানে উপস্থিত ছিলেন হাড়োয়ার প্রবীণ কংগ্রেস নেতৃত্ব-সহ ব্লকের একাধিক নেতা-নেত্রী ও দলীয় কর্মীরা। এই সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন প্রবীণ কংগ্রেস নেতা মনিরুজ্জামান, মিস্টার, জহুর আলী, বাচ্চু সরদার, ইতি আহমেদ, আজিজুর রহমান ডালিম-সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিরা। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন হাড়োয়ার তরুণ কংগ্রেস নেতা তথা হাড়োয়া-১ নম্বর ব্লক আইএনটিইউসি-র সভাপতি শাহাবুদ্দিন মোল্লা দীর্ঘ আট বছর পর ব্লক মহিলা সভানেত্রী নির্বাচনের মধ্য দিয়ে হাড়োয়ায় মহিলা সংগঠনকে নতুন করে সক্রিয় করার উদ্যোগ নিল কংগ্রেস।

হারানো ফোন উদ্ধার

বীরভূম : হারিয়ে যাওয়া মোবাইল ফোন উদ্ধার করে সংশ্লিষ্ট মালিকদের হাতে তুলে দিল বীরভূম জেলা পুলিশ ও মহম্মদ বাজার থানা। পুজোর আগে নিজেদের হারিয়ে যাওয়া মোবাইল ফোন ফিরে পেলেন একাধিক ব্যক্তি। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মোবাইল ফোন হারিয়ে যাওয়ার পর যারা মোহাম্মদ বাজার থানায় অভিযোগ দায়ের করেছিলেন, তাঁদের ফোন উদ্ধারের জন্য উদ্যোগ নেওয়া হয়। সেই উদ্যোগের মাধ্যমে উদ্ধার হওয়া মোবাইল ফোনগুলি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের হাতে ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে। বর্তমানে মোবাইল ফোন যোগাযোগের পাশাপাশি অনলাইন ব্যাংকিং, ডিজিটাল লেনদেন এবং বিভিন্ন জরুরি পরিষেবার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ফলে ফোন হারিয়ে গেলে সাধারণ মানুষকে নানা সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। সেই পরিস্থিতিতে হারিয়ে যাওয়া ফোন ফিরে পাওয়ায় স্বস্তি পেয়েছেন সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা। বীরভূম জেলা পুলিশ ও মোহাম্মদ বাজার থানার এই উদ্যোগের ফলে অভিযোগকারীরা তাঁদের হারানো সম্পদ ফিরে পেয়েছেন। মোবাইল ফোন উদ্ধারের এই প্রক্রিয়া হারানো বা চুরি যাওয়া সামগ্রী উদ্ধারে পুলিশের ভূমিকা সামনে নিয়ে এসেছে।

NAYAN
নয়ন এন্টারপ্রাইজ

দুর্গাপূজার
খুশিতে দ্বিগুণ আনন্দ,
ই-রিম্মায়
৫০০০
টাকা ছাড়
অবিরত!

মাসিক
কিস্তিতে ব্যাটারি
পাওয়া যায়

Nishal EV
by
Nayan Enterprise
ELECTRIC SCOOTER MANUFACTURER

Official Number
8927549704

Mr. Gupta
8016844492

এম. কে.রোড (শান্তি ভারতী পরিষদের বিপরীতে) মালদা



১৬ অক্টোবর ১১ ২০২৬

বাংলা

নয়া জামানা

পুজোর মুখে সাফাই অভিযান

ফালাকাটা : যখন উৎসবমুখর বাংলা, তখনই ফালাকাটার কালীপুর ও শিশাগোড়া এলাকায় জঞ্জাল ও মশার উপদ্রব ঘিরে দেখা দিয়েছে ফ্লোভ। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, দুর্গাপুজোর আগে অন্যান্য বছরের মতো এবার ফালাকাটা-২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের তরফে রাস্তাঘাট পরিষ্কারের উদ্যোগ চোখে পড়েনি। ফলে উৎসবের মুখে ও বিভিন্ন জায়গায় জমে ছিল আবর্জনা।

পরিস্থিতি মোকাবিলায় শেষ পর্যন্ত স্বেচ্ছায় সাফাই অভিযানে নামল স্থানীয় কালীপুর জনকল্যাণ সংঘ। শুক্রবার মহাশব্দীর সকালে ক্লাব সদস্যরা কালীপুর থেকে শিশাগোড়াগামী প্রধান রাস্তার দুধারে জমে থাকা জঞ্জাল, প্লাস্টিক ও আগাছা পরিষ্কারে হাত লাগান। মশাবাহিত রোগের আশঙ্কা কমাতে বিভিন্ন এলাকায় কীটনাশক ও মশা মারার স্প্রে করা হয়। পাশাপাশি রাস্তাঘাট ও জনবহুল শিশাগোড়া বাজারে ছড়ানো হয় রিচিং পাউডার।



পুজোর দিনগুলিতে বাসিন্দা ও বাজারে আসা মানুষের জন্য পরিচ্ছন্ন পরিবেশ নিশ্চিত করাই ছিল এই উদ্যোগের মূল লক্ষ্য। ক্লাব সম্পাদক নীলকমল সরকার বলেন, প্রতি বছর পুজোর আগে গ্রাম পঞ্চায়েতের উদ্যোগে রাস্তাঘাট পরিষ্কার করা হতো। কিন্তু এবার সেই উদ্যোগ দেখা যায়নি। এলাকায় জঞ্জাল জমে থাকায় মশার উপদ্রবও বাড়ছিল। তাই সাধারণ মানুষের সুস্থতা ও উৎসবের আনন্দের কথা মাথায়

রেখে ক্লাবের পক্ষ থেকেই সাফাই অভিযানের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। পুজোর আবহে ক্লাবের এই উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। তাঁদের মতে, প্রশাসনিক উদ্যোগের অপেক্ষায় না থেকে এলাকার পরিচ্ছন্নতা রক্ষায় সাধারণ মানুষের এগিয়ে আসা দৃষ্টান্তমূলক। উৎসবের আনন্দের পাশাপাশি পরিবেশ ও জনস্বাস্থ্য রক্ষার বার্তাও দিল জনকল্যাণ সংঘের এই উদ্যোগ।

পুজোয় মহিলাদের হাতে নতুন বস্ত্র

ফরাঙ্কা : মানুষের সুখে-দুঃখে পাশে দাঁড়ানোই একজন জনপ্রতিনিধির প্রকৃত পরিচয়। সেই মানবিকতার পরিচয় দিয়ে দুর্গাপুজোর প্রাক্কালে কয়েকশো মহিলার হাতে নতুন বস্ত্র তুলে দিলেন ফরাঙ্কার বিধায়ক মোতাব সেখ। শুক্রবার সকালে ফরাঙ্কা ব্লকের বাহাদুরপুর অঞ্চলের চিলামারা গ্রামে নিজের হাতে মহিলাদের মধ্যে নতুন বস্ত্র বিতরণ করেন তিনি। উৎসবের আনন্দ সবার সঙ্গে ভাগ করে নেওয়ার এই উদ্যোগে খুশি এলাকার মহিলারা।

বিধায়কের এই মানবিক উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। শুধু উৎসবের সময়েই নয়, বিভিন্ন সময়ে দুঃস্থ ও অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়ানোর পাশাপাশি আর্থিকভাবে পিছিয়ে পড়া মেধাবী



ছাত্রছাত্রীদের পড়াশোনার ক্ষেত্রেও সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেন বিধায়ক মোতাব সেখ বলে জানা গিয়েছে। ফরাঙ্কার বিভিন্ন এলাকায় তাঁর এই জনসেবামূলক উদ্যোগ সাধারণ মানুষের প্রতি তাঁর দায়বদ্ধতার পরিচয় বহন

করছে রাজনীতি শুধু প্রতিশ্রুতির মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, মানুষের সুখে-দুঃখে পাশে দাঁড়ানোই তার প্রকৃত সার্থকতা। এদিন প্রায় কয়েকশো মহিলার হাতে নতুন বস্ত্র তুলে দিয়ে বিধায়ক মোতাব সেখ সেই মানবিক বার্তাই তুলে ধরলেন।

ষষ্ঠীতেও বোনাস অধরা, বাগরাকোট নাগেশ্বরীতে জাতীয় সড়ক অবরোধ

মালবাজার : পুজোর ষষ্ঠীতেও বোনাসের টাকা হাতে এল না। বকেয়া রইল পাম্বিক মজুরি এবং গত বছরের বোনাসের একাংশও। নির্ধারিত সময়সীমা পেরিয়ে গেলেও পাওনা না মেলায় শুক্রবার পথে নামলেন ডুয়ার্সের বাগরাকোট ও নাগেশ্বরী চা বাগানের শ্রমিকেরা। বাগরাকোটে সকালে এবং নাগেশ্বরীতে বিকেলে ১৭ নম্বর জাতীয় সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখান তাঁরা।

দুই জায়গাতেই যান চলাচল ব্যাহত হয়। ভোগান্তিতে পড়েন নিত্যযাত্রীরা। শ্রমিকদের অভিযোগ, রাজ্য সরকারের নির্দেশিকা অনুযায়ী ১৩ অক্টোবরের মধ্যে ২০ শতাংশ

হারে পুজোর বোনাস মেটানোর কথা ছিল। কিন্তু সেই সময়সীমা পেরিয়ে গেলেও টাকা মেলেনি। বাগরাকোটের শ্রমিকদের আরও অভিযোগ, অগস্ট ও সেপ্টেম্বর মাসের তিনটি পাম্বিকের মজুরি বকেয়া রয়েছে। গত বছরের বোনাসের বাকি ১০ শতাংশও তাঁরা পাননি। এর আগে ৭ অক্টোবর জাতীয় সড়ক অবরোধের পরে ১৩ অক্টোবরের মধ্যে বোনাস মেটানোর লিখিত আশ্বাস দিয়েছিল বাগান কর্তৃপক্ষ। সেই প্রতিশ্রুতি পূরণ না হওয়ায় বৃহস্পতিবার বাগানে বিক্ষোভ দেখান শ্রমিকেরা। ম্যানেজারকে ঘিরেও দীর্ঘক্ষণ চলে বিক্ষোভ। তাতেও সমস্যার সমাধান

না হওয়ায় শুক্রবার সকালে মিনা মোড় সংলগ্ন এলাকায় জাতীয় সড়ক অবরোধ করেন তাঁরা। শিলিগুড়ি-ডুয়ার্স রুটে যান চলাচল ব্যাহত হলে পুলিশ ওদলাবাড়ি থেকে গজলডোবা হয়ে শিলিগুড়িমুখী যানবাহন ঘুরিয়ে দেয়। পরে সাধারণ মানুষের দুর্ভোগের কথা বিবেচনা করে অবরোধ সাময়িক ভাবে তুলে নেন শ্রমিকেরা। একই ছবি নাগেশ্বরী চা বাগানেও। শ্রমিকদের দাবি, ১৩ ও ১৪ অক্টোবরের মধ্যে ২০ শতাংশ বোনাস দেওয়ার লিখিত ঘোষণা করেছিল বাগান কর্তৃপক্ষ। কিন্তু টাকা না মেলায় শুক্রবার সকালে ফ্যাক্টরি গেটের সামনে গোট মিটিং করেন তাঁরা।

বাড়ি থেকে উদ্ধার ৬৫ লক্ষ টাকা, পলাতক মূল অভিযুক্ত

জঙ্গিপুর : গভীর রাতে পুলিশের অভিযান। বাড়ি থেকে উদ্ধার নগদ ৬৪ লক্ষ ৯০ হাজার টাকা। সঙ্গে বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে নোট গোনার মেশিন ও একটি ওজন মাপার যন্ত্র। বিপুল পরিমাণ নগদ টাকা উদ্ধারের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে মুর্শিদাবাদের রঘুনাথগঞ্জে। তবে পুলিশের অভিযানের খবর পেয়ে পলাতক মূল অভিযুক্ত সইবুর শেখ।

তাঁর খোঁজে তল্লাশি শুরু করেছে পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, গোপন সূত্রে পাওয়া খবরের ভিত্তিতে রঘুনাথগঞ্জ থানার অস্ত্রগত খেদারামপুরের ভূতবাগান এলাকায় সইবুর শেখের বাড়িতে গভীর রাতে তল্লাশি অভিযান চালানো হয়। বাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে দুটি ব্যাগ থেকে বিপুল পরিমাণ নগদ টাকা উদ্ধার হয়। সব মিলিয়ে ৬৪ লক্ষ ৯০ হাজার টাকা বাজেয়াপ্ত করেছে পুলিশ। পাশাপাশি উদ্ধার হয়েছে একটি নোট গোনার মেশিন ও একটি ওজন মাপার যন্ত্র। জঙ্গিপুর পুলিশ জেলার এসডিপিও লক্ষ্মণ প্রতাপ চৌধুরী জানান, চোরাই সামগ্রী কেনাবেচার সঙ্গে যুক্ত থাকার সন্দেহে ওই বাড়িতে তল্লাশি চালানো



হয়। অভিযানের সময় বাড়িতে উপস্থিত এক মহিলাকে জিজ্ঞাসাবাদ করেন তদন্তকারীরা। কিন্তু উদ্ধার হওয়া বিপুল পরিমাণ টাকার উৎস সম্পর্কে তিনি সন্তোষজনক ব্যাখ্যা দিতে পারেননি বলে পুলিশ সূত্রে খবর। পাশাপাশি টাকার বৈধতা প্রমাণের জন্য প্রয়োজনীয় নথিও দেখানো যায়নি বলে জানিয়েছে পুলিশ। এরপরই নগদ টাকা-সহ অন্যান্য সামগ্রী বাজেয়াপ্ত করে নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করা হয়। তবে পুলিশের অভিযানের আগেই বা অভিযানের সময় সইবুর শেখ পালিয়ে যান বলে জানা গিয়েছে। বর্তমানে তাঁর সন্ধানে তল্লাশি চালাচ্ছে পুলিশ। এত বিপুল পরিমাণ নগদ টাকা কোথা থেকে এল, এই

অর্থের প্রকৃত মালিক কে এবং কোথায় তা পাঠানোর পরিকল্পনা ছিল, তা নিয়ে তদন্ত শুরু হয়েছে। সীমান্তবর্তী এলাকায় উদ্ধার হওয়া এই বিপুল পরিমাণ অর্থের সঙ্গে কোনও চোরাচালান, বেআইনি আর্থিক লেনদেন কিংবা অন্য কোনও অপরাধমূলক কার্যকলাপের যোগ রয়েছে কি না, তাও খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা। সব মিলিয়ে, রঘুনাথগঞ্জে একটি বাড়ি থেকে প্রায় ৬৫ লক্ষ টাকা উদ্ধারের ঘটনায় একাধিক প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। তদন্তের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গেই এই বিপুল পরিমাণ অর্থের উৎস এবং এর পিছনে থাকা সম্ভাব্য চক্র সম্পর্কে আরও তথ্য সামনে আসতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে।

AQUATIC BENGAL

Only one Water Park in Malda Town, West Bengal

আগামী 15.10.2026 হইতে 15.11.2026 পর্যন্ত

দুর্গাপুজো, কালীপুজো এবং ছঠ পুজো উপলক্ষে

মালদা ওয়াটার পার্কে

ধামাকা অফার

প্রবেশ মূল্য

3-5 বছর

100/-

টাকা

5 বছরের উপর

200/-

টাকা

Follow Us:

www.facebook.com/aquaticbengalmalda

Shimuldhab, Po- Dhumadighi, Malda-732128

Mobile: 9476288322, 9233178895, 9233139280, 9800048322



১৬ অক্টোবর ১১ ২০২৬

জুবন জোড়া

নয়া জামানা

রাহুলের আর্জিতে কমিশনকে নোটিস সুপ্রিম কোর্টের

নির্বাচন কমিশনের কাজকর্ম ও ভোটার তালিকা সংশোধনে অনিয়মের অভিযোগে দায়ের হওয়া মামলায় নির্বাচন কমিশন এবং তিন নির্বাচন কমিশনারকে নোটিস পাঠাল সুপ্রিম কোর্ট। বৃহস্পতিবার লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী এবং 'ইন্ডিয়া' জোটের আরও ১২ জন নেতার যৌথ আর্জির ভিত্তিতে এই পদক্ষেপ নেয় শীর্ষ আদালত। ভারতের প্রধান বিচারপতি সুর্য কান্ত এবং বিচারপতি জয়মাল্য বাগচীর ডিভিশন বেঞ্চ এই নোটিস জারি করে। তবে এই মামলার অন্যতম আবেদনকারী তথা ঝাড়খণ্ড মুক্তি মোর্চার (জেএমএম) সাংসদ মন্থা মাঝির কিছু বিতর্কিত মন্তব্যের তীব্র বিরোধিতা করেছে আদালত। তাঁর ক্ষেত্রে একটি অন্তর্বর্তী নোটিস জারি করে আদালত স্পষ্ট জানায়; শ্রমিক নম্বর প্রত্যাখ্যাত তাঁর মন্তব্য ও আচরণের ব্যাখ্যা দিতে হবে। মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার একতরফাভাবে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন; এমন অভিযোগ তুলে নিরপেক্ষ ও সময়সীমা নির্দিষ্ট তদন্তের দাবি জানিয়েছে বিরোধীরা। একই সঙ্গে তদন্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত ভোটার তালিকার চলমান বিশেষ নিবিড় সংশোধন (এসআইআর) স্থগিত রাখার আবেদন জানানো হয়েছে। বিরোধীদের মূল বক্তব্য, কমিশন একটি তিন সদস্যের সাংবিধানিক



সংস্থা; ফলে কোনো একজন সদস্যের একতরফা ক্ষমতা প্রয়োগ সংবিধান ও সংশ্লিষ্ট আইনের স্পষ্ট লঙ্ঘন। এর আগে প্রধান বিচারপতির সঙ্গে সাক্ষাৎ চেয়ে প্রত্যাখ্যাত হয়েছিলেন কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খড়্গে এবং রাহুল গান্ধী। প্রধান বিচারপতি স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছিলেন যে, এই ধরনের উদ্বেগ নিয়ে কোনো বৈঠক সম্ভব নয় এবং যথাযথ আইনি পথেই আসতে হবে। এরপরই সোমবার খড়্গে ও বিরোধীদের সঙ্গে নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের রেজিস্ট্রিতে সরাসরি গিয়ে আবেদনপত্র দাখিল করেন রাহুল। প্রথমে ১৪টি ক্রটির কারণে আবেদনটি আটকে গেলেও পরে তা সংশোধন করে শুনানির জন্য নথিভুক্ত করা হয়। আবেদনকারীদের পক্ষে সওয়াল করে বলা হয়েছে,

বিহারে এসআইআর প্রক্রিয়ার বৈধতা নিয়ে আদালতের আগের রায়কে চ্যালেঞ্জ করা তাদের উদ্দেশ্য নয়; বরং এই প্রক্রিয়া রূপায়ণে সাংবিধানিক বিধি মানা হয়েছে কি না, সেটাই খতিয়ে দেখার দাবি। সংবাদমাধ্যমের রিপোর্ট উদ্ধৃত করে আবেদনে দাবি করা হয়, গত দশ মাসে মুখ্য নির্বাচন কমিশনারের একতরফা সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে অন্তত ১৪ বার আপত্তি জানিয়েছিলেন বাকি দুই নির্বাচন কমিশনার সুখবীর সিং সান্থ ও বিবেক জোশী। সেই সমস্ত নথিপত্র, বৈঠকের কার্যবিবরণী ও আপত্তি প্রকাশ্যে আনার পাশাপাশি সুপ্রিম কোর্টের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতির নেতৃত্বে একটি নিরপেক্ষ তদন্ত কমিটি গঠনেরও আর্জি জানিয়েছেন বিরোধী নেতারা।

বুথে ২ শতাংশ নাম বাদ পড়লেই নজরদারি ভোটার তালিকা নিয়ে কড়া কমিশন

- ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ দেওয়ার ক্ষেত্রে এবার বাড়তি নজরদারি। কোনও বুথে মোট ভোটারের ২ শতাংশ বা তার বেশি নাম বাদ দেওয়ার প্রস্তাব এলে তা খতিয়ে দেখবে মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের (সিইও) দফতর। নির্বাচনী আধিকারিককে নিজে বিষয়টি যাচাই করতে হবে। একই ব্যক্তি পাঁচটি বা তার বেশি ক্ষেত্রে আপত্তি জানালেও তা আলাদাভাবে পরীক্ষা করা হবে। পশ্চিমবঙ্গ-সহ দেশের ১৭টি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে ভোটার তালিকার বিশেষ সংশোধন শুরু করতে বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে নির্বাচন কমিশন। কমিশনের ঘোষণা অনুযায়ী, আগামী ১২ নভেম্বর খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশিত হবে। ১১ ডিসেম্বর পর্যন্ত নাম তোলা, সংশোধন এবং মৃত বা স্থানান্তরিত ভোটারের নাম বাদ দেওয়ার কাজ চলবে। এরপর আগামী ৪ জানুয়ারি প্রকাশিত হবে চূড়ান্ত ভোটার তালিকা। এই প্রক্রিয়াটি স্পেশ্যাল সামারি রিভিশন বা এসএসআর নামে পরিচিত। এটি ভোটার তালিকা সংশোধনের নিয়মিত বার্ষিক প্রক্রিয়া। কমিশন জানিয়েছে, এসএসআরের জন্য



আধার কার্ড বাধ্যতামূলক নয়। নির্দিষ্ট পোর্টালের মাধ্যমে মৃত বা স্থানান্তরিত ভোটারের নাম বাদ দেওয়ার জন্য আবেদন বা আপত্তি জানানো যাবে। পাশাপাশি, একই পরিবারের সদস্যদের ভোটার তালিকায় একসঙ্গে রাখার বিষয়েও গুরুত্ব দিয়েছে কমিশন। তবে এ বছর এসএসআর ঘিরে বাড়তি তাৎপর্য তৈরি হয়েছে। কারণ, এর আগে ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন বা এসআইআর নিয়ে রাজ্যে বিতর্ক তৈরি হয়েছিল। বহু ভোটারের নাম

বাদ পড়া নিয়ে অভিযোগ ওঠে। বাদ পড়া ভোটারদের একাংশের আবেদন এখনও সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে গঠিত ট্রাইবুনালে বিচারাধীন। এই পরিস্থিতিতে নতুন সংশোধন প্রক্রিয়ায় নাম বাদ দেওয়ার প্রস্তাব যাচাইয়ের নির্দেশ বিশেষ গুরুত্ব পাচ্ছে। ভোটার তালিকায় স্বচ্ছতা বজায় রাখা এবং যোগ্য ভোটারদের অধিকার সুরক্ষিত রাখার ক্ষেত্রে কমিশনের পদক্ষেপের দিকে নজর থাকবে রাজনৈতিক মহল ও সাধারণ মানুষের।

প্রকাশ্য রাস্তায় গরু জবাই! প্রতিবাদ তসলিমার

ফের বাংলাদেশে সংখ্যালঘু হিন্দুধর্মের ভাবাবেগে আঘাত! জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে প্রকাশ্য রাস্তায় গরু জবাইয়ের মতো ঘটনার খবর প্রকাশ্যে আসায় তার তীব্র প্রতিবাদ করলেন বিশিষ্ট সাহিত্যিক তসলিমা নাসরিন। ফেসবুকে দীর্ঘ পোস্ট করে তিনি গোটা ঘটনার সমালোচনা করেছেন। লেখিকার মত, খাদ্যের স্বাধীনতা সকলের আছে এবং সকলকে তা স্বীকার করতে হবে। এছাড়া ক্যাম্পাসে ধর্মচর্চা নিয়েও বিশেষ বার্তা দিয়েছেন।



গুজবের নিজের ফেসবুক পোস্টে গোটা ঘটনাটি শেয়ার করেছেন তসলিমা নাসরিন। ঘটনার শুরু ১২ অক্টোবর। জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় মন্দিরের কাছে, মুক্তমঞ্চের সামনে গরুর মাংস দিয়ে থিচুড়ি রান্নার আয়োজন করেছিলেন একদল মুসলিম শিক্ষার্থী। হিন্দু শিক্ষার্থীরা তাতে আপত্তি তোলার পর তাঁরা রান্নার জায়গা সরিয়ে নেন। তবে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসের ভিতরেই রান্না করে। এসবের জেরে প্রশাসন পশু জবাই থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দেয়। এর প্রতিবাদে নতুন করে গোমাংস ভোজের ঘোষণা

করেন মুসলিম শিক্ষার্থীরা। আজ, ১৬ অক্টোবর গরু জবাই হয় উপাচার্যের ভবন ও গণিত বিভাগের মাঝখানের সড়কে। এরপর তসলিমার বক্তব্য, 'কিন্তু প্রশ্ন থেকে যায়, সহপাঠীদের আপত্তির পর আলোচনায় বিরোধ মেটানোর বদলে গরু জবাই প্রতিবাদে কিসূচি বানানোর প্রয়োজন হলো কেন? এতে পারস্পরিক আস্থা বাড়ে, না নিজেদের দাপট দেখানো হয়?' বাংলাদেশে মৌলবাদী মানসিকতার প্রতিবাদ করায় দেশছাড়া লেখিকার আরও বক্তব্য, 'মসজিদের সামনে শুয়ারের মাংস রান্নার আয়োজন হলে যারা আপত্তি করত, মন্দিরের

কাছে গরুর মাংস রান্নায় হিন্দু শিক্ষার্থীদের আপত্তি বুঝতে তাদের অসুবিধা কোথায়? খাদ্যের স্বাধীনতার পক্ষে দাঁড়ালে সেই স্বাধীনতা সবার জন্য স্বীকার করতে হবে।' আসলে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের উনিশ হাজারের বেশি শিক্ষার্থীর মধ্যে দু'হাজার হিন্দু। এই তথ্য জানিয়ে তসলিমার বক্তব্য, 'হিন্দু ছাত্ররা সংখ্যা কম বলে তাঁদের মর্যাদা কম নয়। এই বিশ্ববিদ্যালয়ে তারা কারও অতিথি নয়, কারও দয়ায় পড়াশোনা করছে না। ক্যাম্পাসে তাদের অধিকার অন্য সবার সমান। বিশ্ববিদ্যালয় কারও ধর্মীয় দাপট দেখানোর জমিদার নয়।'

বম্বে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হচ্ছেন ইমরান খান

দেশ ছাড়ার সরকারি নোটিসের বিরুদ্ধে এবার বম্বে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হতে চলেছেন বলিউড অভিনেতা ইমরান খান। তাঁর আইনজীবীর দাবি, বিদেশি ভারতীয় নাগরিকত্ব বা ওসিআই (ওভারসিজ সিটিজেন অব ইন্ডিয়া) কার্ডধারীদের ভারতে কোনো শাস্তিপূর্ণ প্রতিবাদে অংশ নেওয়ার ক্ষেত্রে আইনি কোনো বিধিনিষেধ নেই। গত সপ্তাহে মুম্বইয়ের ঐতিহাসিক অগাস্ট গ্রাউন্ড ময়দানে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের পদত্যাগের দাবিতে আয়োজিত এক প্রতিবাদ কর্মসূচিতে যোগ দিয়েছিলেন ইমরান। সেখান থেকেই তাঁকে আটক করে মুম্বই পুলিশ। পরবর্তীতে জানা যায়, মার্কিন পাসপোর্টধারী ইমরান ভারতীয় নাগরিক না হওয়া সত্ত্বেও সরকার-বিরোধী রাজনৈতিক বিক্ষোভে शामिल হয়েছেন; এই অভিযোগে তাঁর বিরুদ্ধে অভিযান আইনের ৭ ও ২৯ নম্বর ধারায় পদক্ষেপ নেওয়া হয়। মুম্বইয়ের ফরেনার্স রিজিওনাল রেজিস্ট্রেশন অফিস (এফআরআরও) তাঁকে আগামী ২৮ অক্টোবরের মধ্যে ভারত



ছাড়ার নির্দেশ দেয়। বিজেপি নেতা কিরীট সোমাইয়া এর আগে অভিনেতার বিরুদ্ধে ওসিআই মর্যাদা ও ভিসা শর্ত লঙ্ঘনের অভিযোগ তুলে তাঁর দ্রুত গ্রেপ্তার এবং দেশত্যাগের দাবি জানান। সোমাইয়ার অভিযোগ, মার্কিন নাগরিক হয়েও ইমরান 'রাজনৈতিক চরমপন্থা' দেখাচ্ছেন এবং বেআইনি আন্দোলনে মদত দিচ্ছেন। অন্যদিকে, এই ঘটনার প্রতিবাদ জানিয়ে ককরোচ জনতা পার্টির (সিজেপি) সদস্য অভিজিৎ দীপকে সামাজিক মাধ্যমে সুর চড়িয়ে বলেন; আমেরিকান নাগরিক মেরি মিলবেন বিজেপির সমর্থনে কথা বলতে

পারলে, একজন ওসিআই কার্ডধারী হয়েও ইমরান কেন প্রতিবাদ করতে পারবেন না? পুলিশ ভানে বসে সেলফি পোস্ট করে ইমরান আগেই লিখেছিলেন; শ্রম্মনে হচ্ছে আমি লং ড্রাইভে চলছি। পরে সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে অভিনেতা বলেন; শ্রম্মআমি কোনও নির্দিষ্ট দাবি নিয়ে আসিনি, কেবল মুম্বইয়ের এক সাধারণ নাগরিক হিসেবে এখানে এসেছিলাম। মানুষের চলাফেরার স্বাধীনতা ও মতপ্রকাশের অধিকার খর্ব করা নিয়েও তিনি প্রশ্ন তোলেন। সরকারি নোটিসের বিরোধিতা করে আইনি লড়াইয়ে নামার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন অভিনেতা।



১৬ অক্টোবর ১১ ২০২৬

মাঠের লড়াই

নয়া জামানা

‘দেশকে ভুল পথে যেতে দেব না...’, বিস্ফোরক কপিল দেব

ককরোচ জনতা পার্টির আন্দোলনে উত্তাল দিল্লি। কড়া নিরাপত্তায় মুড়ে দেওয়া হয়েছে ভারতের রাজধানীকে। ‘ভোটচুরি’র অভিযোগে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের ইস্তফার দাবিতে অনাড় ‘আরশোলা’রা। তবে নতুন প্রজন্মকে আরও দায়িত্বশীল হতে বলছেন বিশ্বজয়ী অধিনায়ক কপিল দেব। প্রাক্তন ক্রিকেটার অভিভিৎ দীপকে, আশুতোষ রাস্কাদের সরাসরি ‘বেপথগামী’ বলছেন না। তবে দেশ যাতে ভুলপথে না যায়, সেটা নিয়েও সাবধানী। একটি সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যমকে কিংবদন্তি ক্রিকেটার বলেন, তআমাদের তরুণ প্রজন্মের সবার আগে উচিত অন্যের কথা শোনা। তাদের আরও দায়িত্ববান হওয়া উচিত। তারা দেশের ভবিষ্যৎ। তারা যাতে ভুল পথে না যায়, সেটা দেখা আমাদের কর্তব্য। এমন নয় যে, তারা সব সিদ্ধান্ত ঠিক নিচ্ছে। তাদেরও এটা বোঝা উচিত, আমরাও যথেষ্ট অভিভক্ত। আমাদের দেশ সুন্দর। এই দেশটাকে আমরা ভুল পথে যেতে দিতে পারি না। ককরোচ’দের আন্দোলন নিয়ে বিভিন্ন মহল মুখ খুলেছে। সেই তুলনায় ক্রিকেটারদের প্রতিক্রিয়া কম। কপিল যেমন ‘ককরোচ’দের সরাসরি সমর্থন করছেন না, ঠিক উলটো সুর আরেক



প্রাক্তনী সঞ্জয় মঞ্জরেকরের। গত শনিবার ককরোচদের আটক করার পর তিনি সোশাল মিডিয়ায় সুর তুলেছিলেন, ‘শান্তিপূর্ণ আন্দোলন তো গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার অঙ্গ। আমি যতদূর শুনেছিলাম ভারত একটি গণতান্ত্রিক দেশ।’ আবার পাকিস্তানের প্রাক্তন ক্রিকেটার দানিশ কানেরিয়ার ‘ককরোচ’দের বিরোধিতা করে লিখেছিলেন, ‘আশা করব দিল্লি পুলিশ টসে জিতে প্রথমে ব্যাট করার সিদ্ধান্ত নেবে।’ দিল্লির যন্তর মন্তরে ‘ককরোচ’দের আন্দোলনের ডাক প্রাথমিকভাবে ব্যর্থ হয়েছে। তারপর দলের দুই নেতা আশুতোষ রাস্কা এবং সৌরভ দাসকে জেলবন্দি করার

প্রতিবাদে ‘তেরঙ্গা ওড়াও’ কর্মসূচির ডাক দিয়েছিল সিজেপি। সেই উপলক্ষে আবারও দিল্লিতে কড়া নিরাপত্তার ব্যবস্থা হয়েছে। এতদিন পর্যন্ত দিল্লি জুড়ে মোতায়েন ছিল ২৬ হাজার বাহিনী। শুক্রবার ককরোচ জনতা পার্টির কর্মসূচি উপলক্ষে আরও ৬ হাজার বাড়তি বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে। এহেন পরিস্থিতিতে ককরোচ পার্টির প্রতিষ্ঠাতা অভিভিৎ দীপকে সকালে জানিয়েছিলেন, তাঁর গতিবিধির উপর নজর রাখছেন গোয়েন্দারা। তাঁকেও পাঠানো হতে পারে জেলে। তা না হলেও পুলিশ পাঠিয়ে আটক করা হয় তাঁকে।

উইকেটের পিছন থেকেই অর্ধেক কাজ সেরে দিতেন ধোনিঃ চাহাল

মহেন্দ্র সিং ধোনির ক্রিকেট মস্তিষ্ক যে শুধু দলের অধিনায়কত্ব বা ব্যাটিংয়ে সীমাবদ্ধ ছিল না, তা আরও একবার স্পষ্ট করলেন যুজবেন্দ্র চাহাল। সম্প্রতি আকাশ চোপড়ার ইউটিউব পডকাস্টে এসে ভারতের এই লেগ-স্পিনার অকপটে জানালেন, উইকেটের পিছনে ‘মাহি ভাই’ থাকা মানাই বোলারদের অর্ধেক কাজ একাই শেষ হয়ে যাওয়া। ২২ গজে কুলদীপ যাদব ও তাঁর স্পিন জুটির সাফল্যের পিছনে ধোনির অবদান ছিল কার্যত একজন ‘অন-ফিল্ড কোচ’-এর মতো। চাহালের কথায়, উইকেটের আচরণ বুঝে ব্যাটারদের ফাঁদে ফেলার নিখুঁত ছক ধোনি স্টাম্পের পিছন থেকেই কয়ে দিতেন। বোলারদের কোনো জটিল কৌশলে না গিয়ে সোজা স্টাম্পের লাইনে বল রাখতে বলতেন তিনি, আর তাতেই কেব্লাফতে হতো। ২০১৮ সালের সেঞ্চুরিয়ন ওয়ানডেতে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে নিজের ৫ উইকেট শিকারের স্মৃতি



টেনে চাহাল জানান, জেপি ডুমিনি ব্যাট করার সময় ধোনি তাঁকে স্টাম্প টু স্টাম্প বল রেখে গতি পরিবর্তনের পরামর্শ দেন; ঠিক তার পরের দু-তিন বলের মধ্যেই ধোনির কথা মতো ধীরগতির ডেলিভারিতে ডুমিনিকে এলবিডব্লিউ করে সাজঘরে পাঠান তিনি। ধোনির আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে অবসরের পর দলে

তাঁর শূন্যতা যে বড় প্রভাব ফেলেছিল, তা স্বীকার করেছেন চাহাল। তবে তিনি যোগ করেন, মাঠ ছাড়ার আগেই ধোনি তাঁদের এমনভাবে পরিণত ও আত্মবিশ্বাসী করে গড়ে তুলেছিলেন, যাতে চরম চাপের মুখেও স্পিনাররা নিজেদের সিদ্ধান্ত নিজেরাই স্বাধীনভাবে নিতে পারেন।

যুবভারতীতে লাল-হলুদের স্বপ্নভঙ্গ

ঘরের মাঠে এগিয়ে গিয়েও রাশ ধরে রাখতে পারল না ইন্স্টেবঙ্গল এফসি। এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ টু-এর গ্রুপ পর্বের ম্যাচে ইরাকের শক্তিশালী দল আল-শর্তা এসসির কাছে ৩-২ ব্যবধানে হেরে গেল লাল-হলুদ ব্রিগেড। বিবেকানন্দ যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে এদিন শুরুটা দুরন্ত করলেও শেষ রক্ষা হয়নি। ম্যাচের শুরুতেই লাল-হলুদ শিবিরের নায়ক হয়ে ওঠেন ডেভিড লালহানসাদ। প্রথমার্ধের ৭ মিনিটেই দলকে এগিয়ে দেন তিনি। মাঝে আল-শর্তার আহমেদ আল-হাজ্জাজ গোল করে ম্যাচে সমতা ফেরালেও ৩৯ মিনিটে ফের অনবদ্য গোল করে ইন্স্টেবঙ্গলকে ২-১ ব্যবধানে এগিয়ে দেন সেই ডেভিড। তবে বিরতির ঠিক আগে সহজ সুযোগ নষ্টের চড়া মাশুল দিতে হয় দলকে। দ্বিতীয়ার্ধের শুরু থেকেই আক্রমণের বাড় তোলে



ইরাকের ক্লাবটি। ৫১ মিনিটে হুসেন আলি আল-সায়দি ও ৫৩ মিনিটে কিংসলে ফিদেলিস কুকু; মাত্র দুই মিনিটের ব্যবধানে দুটি গোল করে ম্যাচের রং পুরোপুরি বদলে দেয় আল-শর্তা। ম্যাচের ৭৬ মিনিটে আল-শর্তার আব্দুল মাজিদ মুমুনি শুরু থেকেই আক্রমণের বাড় তোলে

ফেরার দারুণ সুযোগ পায় ইন্স্টেবঙ্গল। বাকি সময় দশ জনের প্রতিপক্ষের উপর প্রবল চাপ সৃষ্টি করেও গোলমুখ খুলতে পারেনি অক্ষর ব্রহ্মজার দল। ফলে ঘরের মাঠেরাশ আলগা করে একরাশ হতাশা নিয়েই মাঠ ছাড়তে হয় লাল-হলুদকে।

শারদোৎসবের আবহে কলকাতায় মেধার উৎসব

তিলোত্তমা যখন শারদোৎসবের রঙিন সাজে মেতে উঠেছে, ঠিক তখনই শহরে শুরু হলো মেধা ও বিশুদ্ধ যুক্তির এক জমজমাট আন্তর্জাতিক আসর। কলকাতায় বসেছে বিশ্বখ্যাত ‘বিশ্ব সুডোকু ও ধাঁধা চ্যাম্পিয়নশিপ’-এর মর্যাদাপূর্ণ প্রতিযোগিতা। ভারতের মাটিতে এটি এই বিশ্ব আসরের দ্বিতীয় অধ্যায়; এর আগে ২০১৭ সালে বেঙ্গালুরু এই প্রতিযোগিতার সাক্ষী হয়েছিল। প্রতিযোগিতার প্রথম চার দিন কেন্দ্রবিন্দুতে ছিল সুডোকু। দেশ-বিদেশের তুখে াড় প্রতিযোগীরা অক্ষের জটিল সব জাল নিমেঘে সমাধান করে তাক লাগিয়ে দেন দর্শকদের। সুডোকু পর্বের রেশ কাটতে না কাটতেই মূল ধাঁধার পর্ব শুরুর মাঝে ১৪ অক্টোবর রাখা হয়েছিল একটি বিশেষ উন্মুক্ত দিন।

উপস্থিত ছিলেন সংস্কৃতি বিষয়ক লেখিকা রিয়া চোপড়া, ভিডিও গেম নির্মাতা ‘আরে পাতা হ্যায়’, এবং বিশ্বচ্যাম্পিয়ন তান তান দাই, থমাস স্নাইডার ও কেন ইন্দো। শৈশবের একটি সাধারণ শখ কীভাবে তাঁদের আন্তর্জাতিক মঞ্চে দেশের প্রতিনিধিত্ব

সব ধাঁধার সমাধান করতে নেমে পড়েন এবং সমাধানের আনন্দ উপভোগ করেন। আয়োজক কমিটির পক্ষ থেকে প্রসঙ্গ শেখাদ্রি জানান, ২০১১ সাল থেকে প্রতিযোগী হিসেবে অংশ নিলেও, এবার আয়োজক হিসেবে দায়িত্ব পালনের



করার পথে নিয়ে গেল এবং আধুনিক জীবনে বিশ্লেষণী মেধার গুরুত্ব কতটা নিয়ে জমে ওঠে প্রাণবন্ত আড্ডা। আলোচনার শেষে অনুষ্ঠিত হয় এক চমৎকার প্রশান্তের পর্ব। আলোচনার পর উপস্থিত দর্শকদের জন্য যুক্তিভিত্তিক খেলার আয়োজন করা হয়, যেখানে দর্শকরাও বুদ্ধিদীপ্ত

অভিজ্ঞতা সতিই দারুণ। বিদেশি প্রতিযোগীদের কাছে ভারতের বৈচিত্র্যময় রূপ তুলে ধরার এই সুযোগ অত্যন্ত আনন্দের। সুডোকুর চমৎকার লড়াইয়ের পর এই খোলামেলা আড্ডা পরবর্তী ধাঁধা পর্বের উত্তেজনাকে আরও বাড়িয়ে দিল।

একই স্কোর, ভিন্ন চিত্রনাট্য, ভারতীয় বোলারদের ত্রাস শাই হোপ

চলতি ভারত সফরে ভারতীয় বোলারদের কাছে দুঃস্বপ্নের অপর নাম হয়ে উঠেছেন ওয়েস্ট ইন্ডিজ অধিনায়ক শাই হোপ। ওয়ানডে ও টি-টোয়েন্টি মিলিয়ে সাত ইনিংসে চারটি শতরানসহ ইতিমধ্যেই তাঁর সংগ্রহ ৫৩৯ রান। হায়দরাবাদে চতুর্থ টি-টোয়েন্টিতে ৫০ বলে ১০২ রানের বিধ্বংসী ইনিংস খেলে ক্যারিবিয়ানদের ২৪৭ রানের পাহাড়ে পৌঁছে দেওয়ার পাশাপাশি পাঁচ ম্যাচের সিরিজে ২-২ সমতা ফিরিয়েছেন তিনি। মজার বিষয় হলো, চলতি টি-টোয়েন্টি সিরিজে হোপের দুটি শতরানের স্কোরকার্ড ছব্ব এক; রাঁচি ও হায়দরাবাদ, দুই ম্যাচেই তাঁর ব্যাট থেকে এসেছে অপরাাজিত ১০২ রান এবং দু’বারই তিনি মোরেছেন ৯টি করে ছক্কা। তবে স্কোর এক হলেও দুই ইনিংসের প্রেক্ষাপট ও খেলার ধরন ছিল সম্পূর্ণ বিপরীত মেরুর। রাঁচিতে ২৫০ রান তাড়া করতে নেমে প্রথম

ওভারেই ৫ রানে ২ উইকেট হারিয়ে চাপে পড়েছিল ওয়েস্ট ইন্ডিজ। সেখানে এক প্রান্ত আগলে রেখে ইনিংস মোরামত করেন হোপ, যেখানে অপর প্রান্তে রোভম্যান পাওয়েল ও শেরফেন রাদারফোর্ড চালিয়ে খেলেন। রাদারফোর্ড ফেরার পর শেষ ৩৫ বলে যখন ৭২ রান দরকার, তখন গিয়ার বদলে মাত্র ১৩ বলে ৩৯ রান তুলে ম্যাচ ফিনিশ করেন হোপ। অন্যদিকে, হায়দরাবাদে প্রথমে ব্যাট করতে নেমে শুরু থেকেই দাপুটে মেজাজে ছিল দল। কোনো চাপ না থাকায় ইনিংসের গতি ধরে রেখে দলকে বিশাল স্কোরে টেনে নিয়ে যান তিনি। পরিস্থিতি বুঝে নিজেবে বদলে ফেলার এই নিখুঁত দক্ষতাই আধুনিক টি-টোয়েন্টিতে শাই হোপকে ভারতীয় বোলারদের কাছে সবচেয়ে বিপজ্জনক ব্যাটার হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে।